রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারী ১০, ১৯৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ ইং/১৩ই ফাল্গুন ১৪০১

এস, আর, ও, নং ২৯-আইন/৯৫ শা-১০/রায়-১/৯৫—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর Section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১।	অভিযোগ মামলা নং	৫৮/৯১
২।	অভিযোগ মামলা নং	১৪৫/৯২
৩।	অভিযোগ মামলা নং	৭/৯৩
৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	১৮/৯৩
৫।	অভিযোগ মামলা নং	৮২/৯২
৬।	আই, আর, ও, মামলা নং	৪১/৯৩
৭।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৪/৯২
৮।	আই, আর, ও, মামলা নং	১২ ও ১৩/৯৩

মূল্য : টাকা ১২.০০

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
৯।	আই, আর, ও, মামলা নং	২/৯৩
১০।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৭/৯৩
১১।	অভিযোগ মামলা নং	২১/৯৩
১২।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নং	৮/৯২
১৩।	আই, আর, ও, মামলা নং	১০২/৯২
১৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৮/৯৩
১৫।	আই, আর, ও, মামলা নং	৯৬/৯১

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোল্লা গোলাম সারওয়ার)
উপ-সচিব (শ্রম)

চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৫৮/৯১

আবদুল হাফেজ খন্দকার,
পিতা মৃত আবদুল আউয়াল,
সাকিন বাসাদি, ডাকঘর হাতিরদিয়া,
উপজেলা মনোহরদী, জেলা নরসিংদী,
প্রাক্তন ষ্টোর কিপার, বি, এ, ডি, সি।

.....বাদী।

.....বনাম.....

(১) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন,
ইহার পক্ষে চেয়ারম্যান,
দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(২) নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ),
বি, এ, ডি, সি, নারায়ণগঞ্জ রিজিয়ন,
জেলা নারায়ণগঞ্জ।

(৩) চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সেচ),
বি, এ, ডি, সি, কৃষি ভবন,
দিলকুশা, ঢাকা।

(৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা রিজিয়ন,
বি, এ, ডি, সি, প্রযত্নে চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সেচ),
বি, এ, ডি, সি, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন,

(৫) চৌধুরী আবুল কাশেম, নির্বাহী প্রকৌশলী (বাঃ পাঃ),
বি, এ, ডি, সি, প্রযত্নে চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সেচ),
দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(৬) ইফতেখার রসুল, নির্বাহী প্রকৌশলী,
বি, এ, ডি, সি, নারায়ণগঞ্জ রিজিয়ন,
জেলা নারায়ণগঞ্জ।

.....বিবাদীগণ

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান,
জনাব তাহের আহাম্মদ, সদস্য (মালিক পক্ষ),
জনাব গোলাম মহিউদ্দিন, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ : ৩১/৮/৯৪

....রায়.....

ইহা ১৯৬৫ সনে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারায় একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে বাদীর মোকদ্দমা এই যে, তিনি ইং ২৭-১২-৬৭ তারিখ ষ্টোর-কিপার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া সুনামের সহিত দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। বিবাদীদের কতিপয় কর্মকর্তা বাদীকে হয়রানী ও অপদস্ত করিবার জন্য মিথ্যা অভিযোগে বৎসরের পর বৎসর ভোগাইতেছেন। অবশেষে ইং ১৯-২-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাদীকে অবৈধ ভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং বাদী উক্ত বরখাস্ত পত্র ইং ৪-৩-৯১ তারিখ প্রাপ্ত হন। বাদীকে ইং ২৬-৮-৭৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বাদী উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। বাদী কোন মালামাল ঘাটতি বা আত্মসাত করেন নাই। তৎপর ইং ১৭-২-৭৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ পাঃ) মুন্সীগঞ্জ অবৈধভাবে চার্জ গঠন করেন। বাদী উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। তৎপর ইং ২৩-৫-৭৫ তারিখ ২৫০ গ্যালন তৈল ঘাটতির অভিযোগ বাদীর বিরুদ্ধে আনা হয়। বাদী উক্ত অভিযোগও অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। অতঃপর ইং ১৬-২-৮০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাদীকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং বাদী ইং ১-৩-৮০ তারিখ দোষ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। অতঃপর ইং ১৪-৫-৭৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জনাব শাহ আহমেদ নাসের, সহকারী প্রকৌশলীকে তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়। তিনি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন নাই এবং বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেন নাই। বাদীর উপস্থিতিতে সংস্থার কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই। তাই বাদী তাহাদের জেরা করারও সুযোগ পান নাই। ইং ৯-১১-৭৮ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। উক্ত তদন্তের পর পুনরায় জনাব সৈয়দ আবজাল আলী সহকারী প্রশাসনিক অফিসারকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী অফিসার বাদীর উপস্থিতিতে বিবাদীর কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন নাই এবং বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেন নাই। তদন্তকারী অফিসার বাদীর কোন সাক্ষীকেও গ্রহন করেন নাই। তদন্ত শেষে তদন্তকারী অফিসার মনগড়া ও ভুল রিপোর্ট প্রদান করেন। বাদীর বিরুদ্ধে ২/৩টি একতরফা তদন্ত করিয়াও বাদীকে দোষী না পাওয়ায় ইং ২৬-২-৮০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয় এবং ঐ দিনই বাদী কাজে যোগদান করেন এবং ইং ৪-৩-৯১ তারিখ পর্যন্ত কাজে বহাল ছিলেন। বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিবার পরেও বিবাদী পক্ষ তাহার যাবতীয় পাওনাদি প্রদান

করেন নাই। তাই বাদী দ্বিতীয় শ্রম আদালতে ১১/৮৯ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা দাখিল করিয়া তাহার পক্ষে রায় লাভ করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বে-আইনীভাবে উক্ত রায় কার্যকরী করেন নাই। বরং বে-আইনীভাবে বাদীর নিকট হইতে ১,৮৭,৭৮৩/৫০ টাকা আদায়ের আদেশ প্রদান করেন। ইং ১৯-২-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং বাদী উক্ত পত্র ইং ৪-৩-৯১ তারিখ প্রাপ্ত হন। বাদী ইং ৪-৩-৯১ তারিখ বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইং ৬-৩-৯১ তারিখ রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে বিবাদীর নিকট গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ করেন, যাহা তাহারা পাইয়াছেন। কিন্তু উক্ত গ্রীভান্স পিটিশনের উপর বিবাদী পক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করায় বাদী বাধ্য হইয়া আদালতে বরখাস্ত আদেশ বাতিল করতঃ বাদীর যাতীয় বকেয়া বেতন প্রদান পূর্বক তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা দাখিল করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনস্থ একজন কর্মচারী ছিল এবং সে তাহার চাকুরী জীবনের প্রথম হইতেই একের পর এক নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া আসিতেছিল। প্রথম পক্ষ কর্তৃক বি, এ, ডি, সি এর সম্পদ আত্মসাত, নিজের খেয়াল খুশীমত অফিসে আসা-যাওয়া, অফিসের নিয়ম-কানুন ভংগ, সংস্থার গোপনীয়তা প্রকাশ ও সংস্থার স্বাভাবিক কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি ইত্যাদি নানাবিধ অসদাচরনের কারনে বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত করা হয় এবং প্রাথমিক তদন্তে প্রথম পক্ষ দোষী প্রমানিত হওয়ায় ইং ২৪-১২-৭৪ তারিখের ৯৫২ নম্বর স্মারকে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত তদন্তে প্রথম পক্ষ কর্তৃক অসদাচারন ও তৈল ঘাটতি সম্পর্কে লিখিত স্বীকারোক্তি প্রদান করে। প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ইং ১৬-২-৮০ তারিখের ১৩০ নম্বর স্মারকে কৈফিয়ত তলব করা হইলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষের নিকট জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ইং ১৪-৩-৮০ তারিখের ৩৩৯ নম্বর স্মারকে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় অভিযোগ গঠন করা হয় এবং জনাব আবজাল আলী, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। ইতিমধ্যে বিভাগীয় কার্যক্রম নিষ্পত্তি সাপেক্ষে প্রথম পক্ষের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক ইং ১৫-৪-৮০ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ইং ৯-৬-৮০ তারিখের ৭৪০ নম্বর পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কি প্রথমতঃ পক্ষ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের কোন জবাব না দিয়া এবং তাহার আত্মসাতকৃত ১,৮৭,৭৮৩.৫০ টাকা সংস্থায় জমা না দিয়া ৩য়ঃ সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমাটি ইং ২০-১২-৮৭ খারিজ হয়। উপরোক্ত মোকদ্দমাটি খারিজ হওয়ার পর প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমা চালু করা হয়। কিন্তু তখনই প্রথম পক্ষ ১১/৮৯ নং আই, আর, ও মোকদ্দমা দাখিল করেন এবং উক্ত মোকদ্দমায় ইং ৩১-১২-৯০

তারিখ রায় প্রদান করা হয়। রায়ে বাদীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার কথিত আত্মসাতের ঘটনার সহিত বাদীর পাপ্য বকেয়া বেতন ভাতাদির প্রয়োজনীয় সমন্বয় বিধান করার কোন বাধা থাকিবে না বলিয়া উল্লেখ করা হয়। প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীকাল, তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষ্য প্রমাণ ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণপূর্বক প্রথম পক্ষকে ইং ১৯-২-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষ কর্তৃক বি, এ, ডি, সি এর নিকট পাওনা এবং আত্মসাত সংক্রান্ত কারণে প্রথম পক্ষের নিকট বি,এ, ডি,সি এর পাওনা সমন্বয় সাধনপূর্বক প্রথম পক্ষের নিকট বি, এ, ডি, সি এর ১,১০,৫৩৩ টাকা পাওনা হয় এবং পরিশোধের জন্য প্রথম পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষ উহা পরিশোধ করেন নাই। বাদী তাহার চাকুরী হইতে ডিসমিস হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে গীভান্স পিটিশন প্রদান না করায় মোকদ্দমাটি আইনের চোখে চলিতে পারে না। উপরোক্ত অবস্থায় বাদীর দাখিলকৃত এই মিথ্যা মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিস-যোগ্য।

বিচার্য্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত কি?

(২) বাদী তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য্য বিষয় ১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে ইং ১৯-২-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বাদীর মোকাদ্দমা অনুযায়ী ইং ৪-৩-৯১ তারিখ তিনি উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্তও হন এবং ইং ৬-৩-৯১ তারিখ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে বিবাদীর নিকট গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল করেন। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইন-জীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে বরখাস্তের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল না হওয়ায় মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, ইং ১৯-২-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাদীকে বরখাস্ত করা হইলেও তিনি ইং ৪-৩-৯১ তারিখ উক্ত বরখাস্ত আদেশপ্রাপ্ত হন এবং উহার ২ (দুই) দিন পরেই গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল করেন। তাই মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত নহে। স্বীকৃত মতে ইং ১৯-২-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাদীকে বরখাস্ত করা হয়। বাদী যে, উক্ত বরখাস্তের আদেশ ইং ৪-৩-৯১ তারিখ প্রাপ্ত হইয়াছেন উহা প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর উপর ন্যাস্ত। কিন্তু বরখাস্তের আদেশ ইং ৪-৩-৯১ তারিখে প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় বাদীপক্ষ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তাহাছাড়া গ্রীভান্স পিটিশনের অনুলিপি, প্রদর্শনী-১১ হইতে দেখা যায় যে, বাদী ইং ৬-৩-৯১ তারিখ গ্রীভান্স পিটিশন রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে পাঠাইয়াছেন। উক্ত গ্রীভান্স পিটিশন যে, দ্বিতীয় পক্ষ পাইয়াছেন এমন কোন প্রমাণ দখিল করেন নাই বরং যুক্তিতর্ক কালীন সময়ে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বক্তব্য রাখেন যে, বিধি মোতাবেক বিবাদীর নিকট কোন গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল করেন নাই। এমতাবস্থায় দেখা যায় যে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (ক) ধারার বিধান মোতাবেক মোকদ্দমা দাখিলের কারণ উদ্ভব হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল না হওয়ায় মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত।

বাদী নিজে তাহার একমাত্র সাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দী করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষে কোন মৌখিক সাক্ষী প্রদান করা হয় নাই। বাদী তাহার জবানবন্দীতে তাহার মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী ১-১১ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহার দাখিলী সত্যায়িত কাগজপত্র তিনি বি, এ, ডি, সি এর অফিস হইতে পাইয়াছেন, তবে কোন দরখাস্ত করিয়া পান নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তদন্তকারী অফিসারের নিকট তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য ডাকা হইয়াছিল। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ইং ৬-৩-১১ তারিখ রেজিষ্ট্রিকৃত পত্রে এ/ডি ছিল না। সাক্ষী আরও স্বীকার করেন যে, বরখাস্ত পত্রে তাহাকে ১,৮৭,৭৮৩ জমা দিতে বলা হইয়াছিল কিন্তু তিনি উহা জমা দেন নাই। যুক্তিতর্ক-কালীন সময়ে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ ১৫ দিনের মধ্যেই গ্রীভান্স পিটিশান দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয় পূর্বেই আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ হইলে তিনি লিখিতভাবে দোষ স্বীকার করেন এবং পরবর্তীতে ইং ১৬-২-৮০ তারিখ তাহার নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়ত তলব করা হইলে তিনি উহার জবাব দাখিল করেন। কিন্তু জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়া তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তা নিরপেক্ষ তদন্ত শেষে ইং ১৫-৪-৮৪ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রথম পক্ষকে ইং ৯-৬-৮০ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তাহার আত্মসাৎকৃত ১,৮৭,৭৮৩.৫০ টাকা সংস্থায় জমা দিতে বলা হয়। কিন্তু তিনি আত্মসাৎকৃত টাকা জমা না দিয়া ৩য় সহকারী জজ আদালতে মোকদ্দমা দাখিল করেন যাহা ইং ২০-১২-৮৭ তারিখ খারিজ হয়। উক্ত মোকদ্দমা খারিজ হওয়ার পর পুনরায় বিভাগীয় প্রসেডিং আরম্ভ হয়। প্রথম পক্ষ আই, আর, ও মোকদ্দমা দাখিল করিয়া তাহার পক্ষে রায় লাভ করেন। কিন্তু উক্ত রায়ে বাদীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় কথিত আত্মসাৎ এর ঘটনার সহিত বাদীর প্রাপ্য বকেয়া বেতন ভাতাদির প্রয়োজনীয় সমন্বয় বিধান করার কোন বাধা থাকিবে না বলিয়া উল্লেখ করা হয়। রায়ে বাদীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা থাকিলে উহা নিষ্পত্তির জন্যও নির্দেশ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষগণ মাননীয় আদালতের রায়ের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নিষপত্তি করিয়া প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীকাল, তদন্ত প্রতিবেদন সাক্ষ্য প্রমাণ ইত্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক প্রথম পক্ষ দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে ইং ১৯-২-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষের পাওনা নির্ধারণের ব্যাপারে দ্বিতীয় পক্ষ দ্রুত কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু বি, এ, ডি, সি এর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন কার্যালয় হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য কাগজপত্র, হিসাব ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া উক্ত বিষয় নিষপত্তি ও পাওনা হিসাব করিতে হইয়াছে বিধায় সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও যথাসময়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় নাই। প্রথম পক্ষ কর্তৃক বি, এ, ডি, সি এর পাওনা এবং অর্থ আত্মসাৎ সংক্রান্ত কারণে প্রথম পক্ষের নিকট বি,এ,ডি,সি এর পাওনা সমন্বয়পূর্বক প্রথম পক্ষের নিকট বি,এ,ডি,সি এর ১,১০,৫৩৩.০০ টাকা পাওনা হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও উহা পরিশোধ করা হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞআইনজীবীর বক্তব্য হইতে দেখা যায় যে, আই, আর, ও মোকদ্দমার নির্দেশ মোতাবেক প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে তদন্তাধীন বিভাগীয় মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তিপূর্বক প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীকাল, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক বি, এ, ডি, সি নিকট পাওনা এবং অর্থ আত্মসাৎ সংক্রান্ত কারণে প্রথম পক্ষের নিকট বি,এ,ডি,সি-এর পাওনা সমন্বয়পূর্বক প্রথম পক্ষের নিকট

মোট ১,১০,৫৩৩ টাকা পাওনা হয় যাহা প্রথম পক্ষ পরিশোধ করেন নাই। তা'ছাড়া বি,এ,ডি,সি এর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন কার্যালয় হইতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হিসাব সংগ্রহ করিয়া বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে কিছু বিলম্ব হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

উপরের আলোচনার আলোকে এবং দাখিলী কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, এই মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত এবং বাদী পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং আদেশ হইল যে, মোকদ্দমাটি দু'তরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

স্বাক্ষর
আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
৪নং রাজউক এভিনিউ, শ্রম ভবন,
(৭ম তলা) ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-১৪৫/৯২

মিঃ শওকত মাওলা,
১/১ কাজি নজরুল ইসলাম রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

.....প্রথম পক্ষ।

....বনাম....

(১) চেয়ারম্যান,
বি, আর, টি, সি,
পরিবহন ভবন,
২১, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজার (অপারেশন)
বি, আর, টি, সি,
মোহাম্মদপুর বাস ডিপো,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

.....দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত:-আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।

জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, সদস্য (মালিক),

জনাব মো: মহিউদ্দিন, সদস্য (শ্রমিক)।

রায়ের তারিখ:- ৯-৮-৯৪

....রায়....

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার একটি মোকদ্দমা

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষকে ইং ৮-৩-৭৩ তারিখ ৪র্থ গ্রেডে একজন মেকানিক, হিসাবে ২য় পক্ষ নিয়োগদান করেন এবং তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ২,৯৬৫ টাকা। প্রথম পক্ষ ১৯৭৬ সালে বি, আর, টি, সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের শাখা সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন (রেজি: নং-বি-৮৫৩)। ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সনে তিনি উপরোক্ত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ: সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৮৮ সনে তিনি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রথম পক্ষ সিবিএ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন ম্যানেজমেন্টের নিকট কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধা এবং দাবী-দাওয়া পেশ করিতেন। ফলে তিনি ম্যানেজমেন্টের চক্ষুশুলে পরিণত হন এবং ম্যানেজমেন্ট (২য় পক্ষ) তাহাকে হয়রানী করার চেষ্টা করিতে থাকেন। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের কিছু সহকর্মীদের যোগসাজশে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা এবং কল্পনাপ্রসূত অভিযোগ আনয়ন করেন। ইং ৩০-৫-৯২ তারিখে চার্জসীট দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ ইং ২২-৬-৯২ তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব দাখিল করেন। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের জবাবে সন্তোষ্ট না হইয়া ক্যাপ্টেন (অ:) এ, টি, এম শাহাবুদ্দিনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা ইং ১৭-৮-৯২ তারিখ এবং ২৩-৮-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে তদন্তের নিমিত্তে তাহার সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। প্রথম পক্ষ ইং ২৩-৮-৯২ তারিখ ও ২৯-১০-৯২ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হাজির হন। ইং ২৩-৮-৯২ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহাকে কিছু প্রশ্ন করিয়া ইং ২৯-১০-৯২ তারিখ পর্যন্ত তদন্ত মুলতবী করেন। ঐদিন প্রথম পক্ষ তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হাজির হন এবং সেইদিন যে দুইজন স্বাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়, তাহারা প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই। তারপর চার্জসীট দাখিলকারী জনাব মালেক নেওয়াজ খানকে স্বাক্ষী প্রদানের জন্য ডাকা হয় এবং তিনিও প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই। তদন্তে প্রথম পক্ষের বক্তব্য রেকর্ড করা হয় নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয় নাই এবং তদন্তে তাহার স্ব-পক্ষে স্বাক্ষী প্রদানের সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। এবং তদন্ত শেষে তাহাকে কোন জবানবন্দি প্রদান করিতেও দেওয়া হয় নাই। তদন্ত নিরপেক্ষ ছিল না এবং উহা ছিল ত্রুটিপূর্ণ তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই ইং ৫-১১-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হয়। উক্ত ডিসমিস আদেশ পাওয়ার পরে প্রথম পক্ষ ১নং দ্বিতীয়

পক্ষের নিকট ইং ১৫-১১-৯২ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল করেন। ১নং দ্বিতীয় পক্ষ ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য ইং ৭-১২-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে ইং১৫-১২-৯২ তারিখ তাহার নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। ইং ২২-১২-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের গ্রীভান্স পিটিশন অগ্রাহ্য করেন। তাই বাধ্য হইয়া বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পূর্বহালের প্রার্থনা করিয়া প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দাখিল করেন।

দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি দায়ের করার কোন আইনানুগ কারণ এবং ভিত্তি নাই। প্রকৃত ঘটনা এই যে, প্রথম পক্ষ বি, আর, টি, সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাজে ব্যবহারের জন্য রিজার্ভ মূল্যে কর্পোরেশনের ঢাকা-চ-৩৭৭৯ নম্বর মিনিবাসটি ক্রয় করার পরে উহা ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাজে ব্যবহার না করিয়া রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ৮৫৩ এর ইউনিয়নের সভাপতির যোগসাজশে স্বীয়ার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বে-আইনীভাবে আজম খান নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করেন। বি, আর, টি, সির শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যগণ মিনিবাসটি ফেরত দাবী করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। একটি শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বি, আর, টি, সি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সংগঠনের নাম ভাংগাইয়া রেয়াতী মূল্যে প্রথম পক্ষ মিনিবাসটি ক্রয় করিয়া পরবর্তীতে উহা বাহিরের লোকের নিকট হস্তান্তর করার কারণে ইং ৩০-৫-৯২ তারিখ তাহার বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হয়। প্রথম পক্ষের দাখিলকৃত জবাবে দ্বিতীয় পক্ষ সন্তোষ্ট হইতে না পারায় তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কর্মকর্তা প্রথম পক্ষকে আইনানুগ সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়া নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিলে কর্তৃপক্ষ উহা গ্রহণ করিয়া প্রথম পক্ষকে শ্রম আইনের বিধান মতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষ উক্ত বরখাস্ত আদেশ পুনঃ বিবেচনা করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দেওয়া হয় এবং শুনানী শেষে তাহার আবেদন বিবেচনাযোগ্য না হওয়ায় উহা বাতিল করা হয়। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে অযথা হয়রানী করার জন্য এই মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে। তাই উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের দাখিলকৃত এই মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য্য বিষয়:-

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:-

বিচার্য্য বিষয় ১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ ইং ৮-৩-৭৩ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ পরবর্তীতে বি, আর, টি, সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কর্মকর্তা

নির্বাচিত হন। ইহাও স্বীকৃত যে, তিনি ১৯৮৮ সনে উপরোক্ত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ইউনিয়নের কর্মকর্তা হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ ম্যানেজমেন্টের নিকট শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া পেশ করিতেন বিধায় দ্বিতীয় পক্ষ তাহার প্রতি নাখোশ ছিল এবং সেই কারণে প্রথম পক্ষের কিছু সহকারীদের যোগসাজশে দ্বিতীয় পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে ইং ৩০-৫-৯২ তারিখ মিথ্যা অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ বি, আর, টি,সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাজে ব্যবহারের জন্য করপোরেশনের ঢাকা চ-৩৭৭৯ নম্বর মিনিবাস ক্রয় করেন বেয়াতী মূল্যে। কিন্তু মিনিবাসটি ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাজে ব্যবহার না করিয়া ৮৫৩ নম্বর রেজিষ্টেশনের ইউনিয়নের সভাপতির যোগসাজশে স্বীয়স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশে বে-আইনীভাবে বাসটি আজম খান নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করেন এবং বর্তমানে আজম খান মিনিবাসটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করিতেছেন একই শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বি, আর, টি সি কর্তপক্ষ হইতে সংগঠনের নাম ভাগাইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষে প্রথম পক্ষ বেয়াতী মূল্যে মিনিবাসটি ক্রয় করিয়া পরবর্তীতে বাহিরের লোকের নিকট হস্তান্তর করেন। উহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ অনুযায়ী অসৎশ্রম আচরণ হিসাবে গণ্য হওয়ার কারণে ইং ৩০-৫-৯২ তারিখে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া প্রথম পক্ষ জবাব দাখিল করেন। স্বীকৃত মতে পরবর্তীতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তদন্ত নিরপেক্ষ এবং সঠিকভাবে হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ও কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাছাড়া তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও তদন্ত কর্মকর্তা মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন।

যুক্তিতর্ককালীন সময়ে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, আইনানুযায়ী তদন্ত হয় নাই এবং তদন্তে অভিযোগকারীর কোন জবানবন্দি গ্রহণ করেন নাই। অন্যান্য সাক্ষীরাও তাহাদের জবানবন্দিতে প্রথম পক্ষের (অভিযুক্ত) বিরুদ্ধে কোন কিছু বলেন নাই শুধু তদন্ত কর্মকর্তা সাক্ষীকে কিছু প্রশ্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর কোন নোটিশও প্রদান করা হয় নাই, যাহা করপোরেশনের সার-রুল অনুযায়ী অবশ্য করণীয়। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত সঠিকভাবেই হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, ৪৪ ডি, এল, আর (এডি) ২৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকে তদন্তকারী কর্মকর্তা শুধু সাক্ষীদের কিছু প্রশ্ন করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

উভয় পক্ষ তাহাদের মোকদ্দমার সমর্থনে একজন করিয়া সাক্ষী প্রদান করিয়াছেন। প্রথম পক্ষে বাদী শওকত মাওলা নিজে জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে তাহার আরজীতে বর্ণিত মোকদ্দমার বিবরণ দেন এবং তাহার পক্ষে দাখিলী কাগজ পত্র,

প্রদর্শনী-১ হইতে ৭ প্রমান করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, তদন্তে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই এবং তাহার বক্তব্যও রেকর্ড করা হয় নাই। তা'ছাড়া তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি তাহার নিয়োগ এবং বেতনের কোন কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই। আর চাকুরীচুত্যির দিন পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদক থাকার কোন কোন কাগজপত্র তিনি দখিল করেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তদন্তে তাহার জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় নাই-তবে তদন্ত কার্যক্রমে তাহার দস্তখত থাকার বিষয়ে তিনি স্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তিনি অভিযোগকারী জনাব মালেক নেওয়াজ খানকে জেরা করিয়াছেন। তদন্ত প্রসিডিং, প্রদর্শনী-(ক) হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ জনাব শওকত মাওলাকে তদন্তের সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা মোট ১০টা প্রশ্ন করিয়াছেন এবং তিনি উহার উত্তর দিয়াছেন। ৪নং প্রশ্নে প্রথম পক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইউনিয়নের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং গাড়ীর মূল্য বিআরটিসি শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে ইউনিয়ন কর্তৃক কনফার্ম করায় কর্তৃপক্ষ ৩৭৭৯ নং মিনিবাসটি ওয়ার্কশপ হইতে মেরামতের পর ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি জনাব হাজী আব্দুল করিমকে ডেলিভারী না দিয়া ইউনিয়নের মনোনীত প্রতিনিধিকে হস্তান্তরের আদেশ দেন এবং সেই মর্মেই গাড়ীর ডেলীভারী প্রথম পক্ষ গ্রহণ করেন। গাড়ীটি ডেলিভারী নেওয়ার পর জনৈক জনাব আযম খানের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। উক্ত বিষয় প্রথম পক্ষ (অভিযুক্ত) উত্তর দেন যে, বিক্রয় করা হয় নাই তবে হস্তান্তর করা হইয়াছে। ৫নং প্রশ্নে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কত তারিখে গাড়ীটি হস্তান্তর করা হয়। উক্ত বিষয় তিনি উত্তর দেন যে, গাড়ী ডেলিভারী করার পর পরই হস্তান্তর করা হইয়াছে। তিনি ৭নং প্রশ্নের উত্তরে আরও স্বীকার করেন যে, গাড়ী বিক্রয়/হস্তান্তর করা যাইবে না এমন ধরণের শর্ত আরোপ করা হয় নাই। তবে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যাইবে না এই মর্মে শর্ত ছিল। তাহার স্বীকারোক্তিতে দেখা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে তিনি ঘটনা পরোক্ষভাবে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম পক্ষকে শেষ প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ সুবিধা পাইয়াছেন কিনা। তিনি পাইয়াছেন মর্মে উত্তর দেন। তাই প্রথম পক্ষকে তদন্তের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই এই কথা সত্য নহে। তদন্ত প্রসিডিংস হইতে আরও দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষও (অভিযুক্ত) অভিযোগকারী জনাব মালেক নেওয়াজ খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সম্পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। আর তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে-উহা প্রমাণিত হইয়াছে। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, গাড়ী ইউনিয়ন কর্তৃক কিনার পর সাংগঠনিক কাজে ব্যবহৃত হয় নাই বরং উহা অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে যাহা প্রথম পক্ষ (অভিযুক্ত) তাহার চার্জসীটের জবাবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিয়াছেন। আর স্বীকৃতমতে গাড়ীটি বাণিজ্যিক গাড়িতে ব্যবহার না করার শর্তে প্রথম পক্ষকে ডেলিভারী দেওয়া হয়।

শ্রমিকদের বিষয় এবং ডিফেন্সের সুযোগ সম্বন্ধে ৪৪ ডি, এল আর (এডি) ২৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমায়- Their lordship have observed-"Labour matter-Opportunity of defence- The domestic tribunal is not a Court to follow procedures of the trial or enquiry according to the Civil procedure Code. In appropriate cases, considering the facts and circumstances thereof, such a tribunal may arrive at a decision simply by questioning the accused and considering his explanation.

উপরোক্ত আলোচনা এবং অনারেবুল সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের আলোকে দেখা যায় যে, তদন্ত প্রসিডিংয়ে বে-আইনী কিছু নাই এবং তদন্ত কর্মকর্তা সঠিকভাবেই প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। আর মোকদ্দমাটি যে বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এমন কোন বক্তব্য দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাখেন নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী যুক্তিতর্ককালীন সময়ে জোর বক্তব্য রাখেন যে, বি, আর, টি, সির কোন শ্রমিক বা কর্মচারীকে ডিসমিস করার পূর্বে অবশ্যই দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করিতে হইবে অন্যথায় উক্ত ডিসমিসের আদেশ আইনতঃ গ্রহণযোগ্য হইবে না। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, বি, আর, টি, সি বিধি এবং ৪৫ ডি, এল, আর এর ৫৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা ম্যানডেটরি।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ শ্রমিক বিধায় তাহার ক্ষেত্রে করপোরেশনের বিধি অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক নহে। বিজ্ঞ-আইনজীবী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে বিএলডি এর ৩৫ পৃষ্ঠা ও ১৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত দুইটি মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। কিন্তু উক্ত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত হইতে দেখা যায় যে যেখানে করপোরেশনের সংবিধিবদ্ধ (ষ্ট্যাটিউটরি) রুল নাই, শুধু সেইক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারন দর্শানো নোটিশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু বি, আর, সি এর বিধিতে দ্বিতীয় কারন দশানো নোটিশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে বিধায় উপরোক্ত মোকদ্দমা দুইটির সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। স্বীকৃতমনে বি, আর, টি, সি এর বিধিতে গুরুদণ্ড প্রদানের পূর্বে দ্বিতীয় কারন দর্শানো নোটিশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। তা'ছাড়া ৪৫ ডি, এল, আর এর ৫৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকে দ্বিতীয় কারন দর্শানো নোটিশ বাধ্যতামূলক। কিন্তু স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে ডিসমিস করার পূর্বে দ্বিতীয় কারন দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় নাই। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে তদন্ত সঠিকভাবে হইলেও তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করার পূর্বে দ্বিতীয় কারন দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় নাই বিধায় (যাহা বাধ্যতামূলক) উক্ত ডিসমিসের আদেশ আইনতঃ টিকিতে পারে না। এবং প্রথম পক্ষ তাহার বকেয়া মজুরীসহ চাকুরী পুনর্বহাল হইবার যোগ্য।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং আদেশ হইল যে-

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল এবং প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ইং ৫-১১-৯২ তারিখের বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা হইল। অদ্য হইতে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

স্বাঃ

(আব্দুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।
তাং ৯-৮-৯৪

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৭/৯৩

ফারুক হোসেন মোল্লা,
পি-৩২২২৬, পেন্টিম্যান,
প্রযত্নে জানু মেম্বার বাড়ী,
আশকোনা বাজার, আশকোনা,
উত্তরা, ঢাকা।

.....প্রথম পক্ষ

বনাম

(১) বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স,
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
(৩) সহকারী ব্যবস্থাপক, প্রশাসন, প্রশাসনিক বিভাগ,
সকলের ঠিকানা:
বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০।
(৪) ব্যবস্থাপনা প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত), বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার,
জিয়া আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর, থানা উত্তরা, জেলা ঢাকা।

.....দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত: আঃ রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহম্মদ (মালিক) সদস্য।
জনাব এস, এ, খালেক (শ্রমিক) সদস্য।

রায়ের তারিখ: ৩০-৭-৯৪

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে গ্যাকিং ম্যান হিসাবে সন্তোষজনকভাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং তাহার চাকুরীর খতিয়ান ভাল। তাহার সর্বশেষ বেতন ছিল ৩,৪০৩·০০ টাকা। ৪ নং দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষরে ইং ১৩-৭-৯২ তারিখের স্মারক নম্বর ৪৫৩ দ্বারা প্রথম পক্ষের উপর কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয় জনাব রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র এফ, এস, এ এর রিপোর্টের ভিত্তিতে। কিন্তু অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আর ঘটনার ১:মাস ৭ দিন পরে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয় আর অভিযোগের অনুলিপি প্রথম পক্ষকে কখনও প্রদান করা হয় নাই। প্রথম পক্ষ ইং ২২-৭-৯২ তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। হাই লিষ্টার জাহাজ থেকে অপারেশন ভবনের দূরত্ব এত বেশী ছিল যে, জাহাজের সিঁড়ি থেকে কিছু দেখা সম্ভব নয়। অভিযোগকারী বিরোধী ইউনিয়নের একজন সদস্য। প্রকৃতপক্ষে এক কার্টুন 'জুস' গণনায় কম পাওয়ার কথা সত্য নয়। 'জুস' ঘাটতি হইলে 'কেবিন ক্রু' ঘাটতির জন্য রিপোর্ট প্রদান করিতেন। আর কথিত কার্টুন বিক্রী করে দেওয়ার স্বীকারোক্তি মিথ্যা। 'জুস' কার্টুনটি কিভাবে এবং কাহার নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে অভিযোগে কিছু উল্লেখ নাই। প্রকৃত পক্ষে দরখাস্তে বাদীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। আর অভিযোগপত্রে প্রথম পক্ষের দাখিলকৃত জবাব কেন গ্রহণযোগ্য হয় নাই, এই সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা ছিল না। প্রথম পক্ষ ইং ১৯-৯-৯২ তারিখ অভিযোগ পত্রের জবাব দাখিল করেন নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবী করিয়া এবং জবাবের ৫ দফায় তদন্তের ব্যাপারে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ইং ২৭-৯-৯২ তারিখে ১৫৭ নম্বর স্মারকে উভয় পক্ষকে তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং উক্ত নোটিশের কপি বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি/যুগ্ম সম্পাদককে প্রদান করা হয় তাহাদের প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার জন্য উক্ত ইউনিয়ন প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধবাদী ইউনিয়ন এবং তদন্তের সময় ৩য়: পক্ষের উপস্থিতি সম্পূর্ণ বে-আইনী। ৩ নং দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২৭-১১-৯২ তারিখে ৩০৪ নং স্মারকে প্রথম পক্ষের উপর দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করেন। কিন্তু বিমান বিধিতে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারীর কোন বিধান নাই। আর কোন উপ-বিধিতে প্রথম পক্ষকে শাস্তি প্রদান করা হইবে, উহা অভিযোগ-পত্রে উল্লেখ ছিল না। দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রথম পক্ষ ইং ২৩-১১-৯২ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অভিযোগের এবং তদন্ত প্রতিবেদনের

অনুলিপি সরবরাহের অনুরোধ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উহা প্রদান করিতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং ঐ সব পড়িয়া দেখার অনুমতি প্রদান করেন। উপরোক্ত কপি সমূহ না পাওয়ায় প্রথম পক্ষ ইং ৬-১২-৯২ তারিখ ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। তদন্তে দ্বিতীয় পক্ষের সাক্ষী জনাব কে এম হোসেন স্বীকার করিয়াছেন যে, ভ্যানে তিনি একা ছিলেন, প্রথম পক্ষ ছিল না। অভিযোগকারী জনাব রফিক স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি গাড়ী হইতে কার্টুন ছুড়িতে দেখেন নাই। তদন্তের সময় আবশ্যকীয় সাক্ষীদের পরীক্ষা করা হয় নাই এবং প্রকৃতপক্ষে তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। ৩ নং দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২২-১২-৯২ তারিখের ৩৫৬ নং স্মারকে প্রথম পক্ষকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্ত পত্রে প্রথম পক্ষের দাখিল কৃত জবাব সমূহ এবং তাহার অতীত চাকুরীর খতিয়ান বিবেচনা করা হয় নাই। যে তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করা হইয়াছে উহা ছিল একপেশে এবং পক্ষপাতি দোষে দুষ্ট। প্রথম পক্ষ ইং ৩০-১২-৯২ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত অনুযোগ পত্রের কোন জবাব না পাওয়ায় প্রথম পক্ষ তাহার বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পূর্ণবহাল এর প্রার্থনা করিয় এই মোকদ্দমা দাখিল করেন।

দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব দাখিলে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং দ্বিতীয় পক্ষ গণকে হয়রানী করিবার কুমতলবে সম্পূর্ন বে-আইনীভাবে এই মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। প্রথম পক্ষকে ইং ২২-১২-৯২ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু বরখাস্তের তারিখ হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথম পক্ষ কোন গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল না করায় এই মোকদ্দমা আইনের চোখে অচল। আর বিভাগীয় তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। আর প্রথম পক্ষ বাংলাদেশ বিমান করপোরেশনের কর্মচারী (চাকুরী) বিধির ১৯৭৯ এর ৫৯ ধারা মোতাবেক বিভাগীয় আপীল না করায় অত্র মোকদ্দমা খারিজযোগ্য। প্রথম পক্ষকে ইং ২৭-৮-৮৯ তারিখে ডিসওয়াসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তাহার চাকুরীর রেকর্ড মোটেই ভাল ছিল না এবং তাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে চুরির অপরাধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং সর্বশেষ বিমানের ফ্লাইট হইতে একটি 'জুস' কার্টুন চুরি ও আত্মসাতের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ইং ২২-১২-৯২ তারিখ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বিমানের নিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক একটি তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে সন্তুষ্ট না হওয়ার প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র তৈয়ার করা হয় এবং সম্পূর্ন নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রথম পক্ষ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন বিমানের যৌথ দর কষাকষি এজেন্ট বিধায় আইন মোতাবেক তাহাদের প্রতিনিধিকে তদন্তে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হইয়াছে। ২য়ঃ কারণ দর্শানো নোটিশ জারীর কোন বিধান বিমান কর্মচারী (চাকুরী) বিধিতে না থাকিলেও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দানের জন্য সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী উক্ত নোটিশ প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষকে অভিযোগ এবং তদন্ত রিপোর্ট পড়িয়া দেখার জন্য বলা হইলে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে উহা পড়েন নাই। প্রথম পক্ষ তদন্তের পূর্বে কিংবা পরে তদন্ত বিষয়ে কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। আর তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ন সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স এর চাকুরী বিধি অনুযায়ী বরখাস্ত

আদেশের বিরুদ্ধে অনুযোগ পত্র দাখিলের কোন বিধান নাই। আর উক্ত অনুযোগ পত্রে প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর না থাকায় উহার কোন মূল্য নাই বিধায় উহার জবাব প্রদানের প্রশ্নই উঠে না। প্রথম পক্ষকে ডিসওয়াসার হিসাবে ইং ২৭-৮-৮১ তারিখ নিয়োগ দান করা হয় এবং তাহাকে বরখাস্তের পূর্বে তিনি পেন্টম্যান পদে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথম পক্ষের চাকুরীকালীন সময়ে রেকর্ড ভাল ছিল না। ইং ৭-৬-৯২ তারিখ সর্বশেষ প্রথম পক্ষকে কার্য বন্টন তালিকা অনুযায়ী বিজি-০২৫ বহিঃগমন ফ্লাইট হ্যাণ্ডলিং কাজে নিয়োগ করা হয়। এই সময় প্রথম পক্ষ তাহার কাজ তদারককারীর অনুমতি ব্যতিরেকে অপর একজন প্যান্টিম্যান জনাব কে, এম, হোসেন (পি-২০০৭৮)সহ হাইলিফটার ভ্যান নিয়া বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টারের দিকে আসার সময়ে অপারেশন বিল্ডিং এর সামনে হাই লিফটার ভ্যান হইতে একটি কার্টুন বাহিরে ছুড়িয়া ফেলেন। উহা ফ্লাইটের সিডিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় তদারককারী জনাব রফিকুল ইসলাম সিনিয়র ফিল্ড সার্ভিস এ্যাসিসটাট প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি তৎক্ষনাৎ ফ্লাইটের মালামাল চেক করিয়া দেখেন যে, এক কার্টুন 'জুস' কম আছে। কেবিন 'ক্র' কে মালামাল বুঝিয়া দিবার সময় চেক সীট মোতাবেক উক্ত 'জুস' কার্টুনটি ছিল অর্থাৎ তখন কোন 'জুস' কার্টুন কম ছিল না। তখন তদারককারী ক্যাটারিং সেন্টারে আসিয়া উপরোক্ত জুস কার্টুনটি ফ্লাইটে ফেরত দিয়া আসিতে বলিলে প্রথম পক্ষ 'জুস' কার্টুনটি বিক্রি করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন এবং সাথে সাথে প্রচারকৃত জুস কার্টুনটি পূরণ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে "ব্যন্দরুম" হইতে তাহার অনুমোদিত ছাড়া এবং অপর কর্মচারী জনাব আনোয়ার হোসেন মল্লিক এর আপত্তি সত্বেও আরও একটি 'জুস' কার্টুন প্রথম পক্ষ নিয়া যান। নিরাপত্ত সহকারীকে দিয়া প্রথম পক্ষকে উক্ত কার্টুন 'জুস' সহ গেটে বাধা দেওয়া হইলে প্রথা পক্ষ উহা বন্ডরুমে ফেরত দেন। উক্ত বিষয়ে বিমানের নিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক কতম-পক্ষের সমীপে একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হইলে উহার ভিত্তিতে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ইং ১৩-৭-৯২ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। ইং ২২-৭-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষ যে জবাব দাখিল করেন উহা মোটেই সন্তোষজনক নয় বিধায় ইং ২৯-৮-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধেদ চাকুরীর বিধি অনুযায়ী অভিযোগ পত্র জার করা হয় এবং অভিযোগ তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রথম পক্ষের দাখিলকৃত অভিযোগের জবাব, তদন্তকালে প্রদত্ত জবানবন্দীসহ তদন্ত কর্মকর্তার দাখিল-কৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তাই কর্তৃপক্ষ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ইং ১৭-১১-৯২ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করেন প্রথম পক্ষকে শেষ সুযোগ প্রদানের জন্য। কিন্তু প্রথম পক্ষ যে লিখিত জবাব দাখিল করেন উহা মোটেও সন্তোষজনক নয় বিধায় সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার বিবেচনাপূর্বক প্রথম পক্ষকে বিমান কর্পোরেশনের চাকুরী বিধি অনুযায়ী ইং ২২-১২-৯২ তারিখের ৩৫৬ নম্বর স্মারকে বিমানের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষ চাকুরীর বিধি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আপীল করেন নাই। তিনি ইং ২৮-১২-৯২ তারিখে তাহার স্বাক্ষরবিহীন অনুযোগপত্র ডাকযোগে প্রেরণ করেন, যাহার কোন আইনানুগ ভিত্তি নাই।

উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের দাবিলী এই মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য্য বিষয় ১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ ইং ২৭-৮-৮১ তারিখ হইতে প্যামিটম্যান হিসাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার নিয়োগপত্র প্রদর্শনী-(১) এবং অনুমোদন পত্র confirmation letter প্রদর্শনী - (২) চিহ্নিত হইয়াছে। ইং ১৩-৭-৯২ তারিখ প্রদর্শনী, ৩ প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় কারণ দর্শাইতে বলা হয় কেন তাহার বিরুদ্ধে 'জুস' কাটুন চুরীর অপরাধে বিমান কর্মচারী (চাকুরী) বিধিমালা মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না? তিনি উক্ত কারণ দর্শানো পত্রের জবাব দাখিল করেন, যাহা প্রদর্শনী – ৪ চিহ্নিত হইয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উক্ত জবাবে সন্তুষ্ট না হওয়ায় প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র গঠন করেন, যাহা প্রদর্শনী-৫ চিহ্নিত হইয়াছে। তিনি অভিযোগ পত্রের যে জবাব দাখিল করেন উহা প্রদর্শনী ৬ চিহ্নিত হইয়াছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহাকে তদন্তের সময় উপস্থিত থাকার জন্য যে নোটিশ প্রদান করেন উহা প্রদর্শনী - ৭ চিহ্নিত হইয়াছে। প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে শুধু তিনি নিজে জবানবন্দি করিয়াছেন। তিনি তাহার জবানবন্দীতে নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, অভিযোগপত্রে কোন ধারায় শাস্তি প্রদান করা হইবে উহা উল্লেখ ছিল না। কিন্তু অভিযোগপত্র প্রদর্শনী ৫-হইতে দেখা যায় যে, সেখানে নির্দিষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, বিমান কর্পোরেশন কর্মচারী (চাকুরী) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ৫৫(১) (সি), ৫৫, (২) (এ), (বি), (এস), (জেডডি), এবং (জেডজে), ধারা মোতাবেক অত্র অভিযোগ পত্র দায়ের করা হইল এবং বিধি ৫৬(১) এর প্রযোজ্য শাস্তি কেন প্রদান করা হইবে না তাহার জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল। তাই দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তাহার জবানবন্দিতে সত্য কথা বলেন নাই। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, এম আমিনুল হক তদন্তকারী অফিসার ছিলেন এবং তিনি তাহাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দি করিয়াছেন এবং তিনি বাদেও তদন্তকারী কর্মকর্তা অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তদন্ত প্রসিডিং এ তাহার দস্তখত আছে। তাহাকে সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ দেওয়া না হইয়া থাকিলে এবং তদন্ত সঠিকভাবে না হইলে তিনি কেন তদন্ত প্রসিডিংসে দস্তখত করিলেন ইহার কারণ বোধগম্য নয় তিনি জেরার সময় আরও স্বীকার করিয়াছেন, ইতিপূর্বে তাহার একটি বেতন বৃদ্ধি বন্ধের শাস্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র সাক্ষী এম আমিন উল্যাহকে পরীক্ষা করা হয়। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী ক- হইতে (জ) প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, ইং ৭-৬-৯২ তারিখ ঘটনা ঘটে এবং ঐ তারিখেই শিফট ইন-চার্য রিপোর্ট প্রদান করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, পিডব্লিউ ৪ ঘটনা শুনিয়াছেন এবং পিডব্লিউ-৩ বলিয়াছেন যে, তিনি ঘটনা শুনেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, বিমানের সার্ভিসরুলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর কোন বিধান নাই।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী কথিত ঘটনা মিথ্যা এবং তাহার বিরুদ্ধে তদন্ত কর্মকর্তা যে প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন উহা সত্য নহে এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। যুক্তিতর্ককালীন সময়ে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, তদন্তের সময় সাক্ষীগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহারা ঘটনা দেখেন নাই এবং জুস চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, যিনি প্রথম পক্ষকে ডিসমিস করিয়াছেন তিনি নিয়োগকারী কর্মকর্তা নন এবং নিয়োগকারী কর্মকর্তা তাহাকে ডিসমিস করেন নাই। আর কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করা বাধ্যতামূলক নয়।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, তদন্তের সময় প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, যদিও বিমানের সার্ভিসরুলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর বিধান নাই কিন্তু প্রথম পক্ষকে আরও সুযোগ প্রদানের জন্য ২য় বার কারণ দর্শাইতে বলা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার লিখিত যুক্তিতর্কেও বলিয়াছেন যে, মাল চুরি হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ কর্তৃপক্ষ হাজির করেন নাই এবং সাক্ষী পেয়ার আহম্মদ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। স্বাক্ষী আব্দুল হাকিম এবং নূর মোহাম্মদ ঘটনা জানেন না, সাক্ষী জগনুর রশিদ ঘটনা শুনেছেন, তিনি নিজ চোখে ঘটনা দেখেননাই। বিজ্ঞ আইনজীবী লিখিত বক্তব্যে আরও বলিয়াছেন যে, তদন্তের সময় প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষ সাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই। তদন্ত প্রসিডিং প্রদর্শনী-চ

সিরিজ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, তদন্তের সময় তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রথম পক্ষকে বাদেও মোট ৭ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিয়াছেন। স্বাক্ষী আনোয়ার হোসেন বলিয়াছেন যে, তিনি পরে দেখেন যে, ফারুক হোসেন মোল্লা (প্রথম পক্ষ) এক কার্টুন জুস একাই বণ্ডরুম হইতে বের করে নিয়ে চলে গেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই ঘটনা সহকর্মী এ, খালেককও দেখিয়াছেন। আনোয়ার হোসেন কর্তৃক প্রথম পক্ষকে এক কার্টুন জুস নিয়া কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি কথায় কর্ণপাত না করিয়া জুস কার্টুনসহ চলিয়া গিয়াছেন। তিনি নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ফারুক হোসেন মোল্যা নিজেই এক কার্টুন জুস বণ্ডরুমে রাখিয়াছেন। স্বাক্ষী পেয়ার আহম্মদ জুস চুরির কথা শুনিয়াছেন মর্মে বলিয়াছেন। অন্যান্য সাক্ষীরাও প্রত্যক্ষ দেখার কথা না বলিলেও ঘটনার সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তা ছাড়া প্রথম পক্ষ (ফারুক হোসেন মোল্যা) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি বণ্ডরুমে গিয়াছেন, নিজ হাতে জুস উঠায়ে নিয়াছেন, মিঃ আনোয়ার হোসেন মলিক তাহাকে জুস দিবে না বলেছে তাও তিনি নিয়াছেন। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যে সিড়িতে দাঁড়ানো ছিলেন ঐ সিড়িতে কোন সিকিউরিটি ছিল না। তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রশ্নের উত্তরে আরও স্বীকার করিয়াছেন, সিকিউরিটি আউয়াল সাহেব বলেন যে, জুস জাহাজে নিতে হবে না, বণ্ডরুমে রেখে দিয়া আসেন। তখন তিনি বণ্ডরুমে জুস রেখে আসেন। তিনি প্রশ্নের উত্তরে আরও বলিয়াছেন যে, বণ্ডরুমে মালিক সাহেব ছিলেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জাহাজে জুস লাগিবে না এ বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নাই। অতএব দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তদন্তের সময় বিভিন্ন রকম কথা বলিয়াছেন। আর অন্যান্য সাক্ষীগণ অভিযোগ প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী চ-সিরিজে পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। নিয়োগ কর্তা কর্তৃক চাকুরী হইতে বরখাস্তপত্র, প্রদর্শনী জ' এর দস্তখত না করা সম্পর্কে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি বক্তব্য রাখেন যে, অফিসের মূল নথিতে নিয়োগকর্তাই দস্তখত করিয়াছেন। আর বিমানের সার্ভিস রুলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ২য় বার কারণ দর্শাইতে বলা হইয়াছে এবং তিনি প্রথম সাক্ষী দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করিয়াছেন। তদন্তের সময় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিলের পূর্বে তাহাকে তদন্ত প্রতিবেদন পড়িয়া যাইতে বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি উহা পড়িয়া দেখেন নাই। যাহা হউক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান ম্যানডাটারী (mondatory) নয় বিধায় সেই সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

উপরোক্ত অবস্থার আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, সম্পূর্ন আইন অনুযায়ী প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র গঠন করা হইয়াছে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া আইন মোতাবেক তদন্ত করা হইয়াছে। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, তদন্তে সাক্ষীগণ অভিযোগ প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাই উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে ডিসমিস করার আদেশে বে-আইনী কিছু নাই। এমতাবস্থায়, এই মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং আদেশ হইল যে, এই অভিযোগ মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় ডিসমিস হইল।

(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৮/১৯৯৩

মোঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ,
গুদাম রক্ষক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
বি, বি, রোড শাখা,
নারায়ণগঞ্জ।

.....প্রথম পক্ষ

....বনাম....

(১) ব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
বি, বি, রোড শাখা,
নারায়ণগঞ্জ।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা।

.....দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ) চেয়ারম্যান।
জনাব এ, কে, এম জব্বার খান (মালিক) সদস্য।
জনাব মনজুরুল আহসান, (শ্রমিক) সদস্য।

রায়ের তারিখ : ২৪/৭/৯৪

....রায়....

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ১৯-৯-৮০ তারিখ ১নং ২য়: পক্ষ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় পক্ষগণের অধীনে গুদাম রক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক এবং তাহার চাকুরী ১৯৬৫ সনের বাংলাদেশ শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মোতাবেক পরিচালিত। উক্ত আইনের ৪ ধারার বিধান মতে প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক হওয়া সত্বেও দ্বিতীয় পক্ষগণ আইনের বিধান লংঘন করিয়া প্রথম পক্ষকে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য করিতেছেন না এবং সকল সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষগণের গুদাম রক্ষক হিসাবে তাহাদের নির্দেশ মোতাবেক যখন যে গুদামে কাজের প্রয়োজন হয় সেখানেই কাজ করিয়া থাকেন এবং গুদামে কাজ না থাকিলে জেনারেল ব্যাংকিং এ কাজ করেন। প্রথম পক্ষকে তাহার কাজের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট জবাবদিহি করিতে হয় এবং কোন ভুলত্রুটি হইলে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে তাহাকে কারন দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। ২য় পক্ষগণ প্রথম পক্ষকে অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় নৈমিত্তিক ছুটি, মেডিকেল ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করেন এবং প্রথম পক্ষের বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি সরাসরি ব্যাংক প্রথম পক্ষের নামের হিসাবে জমা করেন অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের মত। কিন্তু প্রথম পক্ষকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ এবং বাৎসরিক বর্ধিত বেতন প্রদান করা হয় নাই এবং পদোন্নতির জন্য তাহাকে বিবেচনা করেন নাই। প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একাধারে বিভিন্ন গুদামে কাজ করিয়া আসিলেও তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইতেছে না। বারবার অনুরোধ করা সত্বেও উক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষগণ বিবেচনা করেন নাই। তাই ইং ১৯-৯-৮০ তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ সুবিধা প্রথম পক্ষকে প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণের প্রতি নির্দেশদানের জন্য এই মোকদ্দমা।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষগণ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে তাহাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং পক্ষ দোষে দুষিত। প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার আইন সংগত কোন বিধান নাই এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষকে ঋণ গ্রহীতার গুদামে পাহারা দিবার জন্য তাহার খরচে গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। প্রথম পক্ষ ঋণ গ্রহীতার একজন কর্মচারী তাহাকে ঋণ গ্রহীতার

হিসাব হইতেই বেতন ভাতাদি প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষগণের কর্মচারী নহে। একটি গুদামে নির্দিষ্ট সময়ের কাজ শেষ হইয়া গেলে প্রথম পক্ষের অনুরোধে তাহাকে ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতার অন্য গুদামে পাহারায় নিযুক্ত করা হয় এবং তাহার হিসাব হইতেই তাহার বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়। তাই কোন ভাবেই প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কর্মচারী নহে। প্রথম পক্ষকে ঋণ গ্রহীতার সম্মতিতেই নৈমিত্তিক ছুটি, মেডিকেল ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করা হইত। প্রথম পক্ষ ঋণ গ্রহীতার হিসাবে একজন কর্মচারী ছিল বিধায় তাহাকে বাৎসরিক বর্দ্ধিত বেতন ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধা দেওয়া হইত না। আর ঋণ গ্রহীতার একজন কর্মচারী হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষগণ কর্তৃক প্রথম পক্ষের পদোন্নতির কোন প্রশ্ন উঠে না। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কোন কর্মচারী নয় বিধায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। উপরোক্ত অবস্থায় এই মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হইতে পারে কি?

(৩) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য্য বিষয়: ১, ২ ও ৩:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য বিষয় তিনটি একত্রে লওয়া হইল। এই মোকদ্দমায় প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে জবানবন্দি করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ কোন মৌখিক স্বাক্ষী প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষ মো: আলাউদ্দিন আল আজাদ তাহার জবানবন্দিতে তাহার আরজীতে উল্লেখিত বিষয়ের বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলকৃত কিছু কাগজ পত্র প্রদান করেন, যাহা প্রদর্শনী ১, ২, ২(ক), ২(খ), ৩ ও ৪ চিহ্নিত হইয়াছে। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহাকে অস্থায়ীভাবে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছে এবং সেই শর্তেই তিনি যোগদান করিয়াছেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তাহাকে স্থায়ী করার কোন পত্র ব্যাংক এই পর্যন্ত দেয় নাই এবং তিনি কোন চুক্তি আদালতে দাখিল করেন নাই।

প্রথম পক্ষের ইং ১৯-৯-৮০ তারিখের নিয়োগ পত্র হইতে দেখা যায় যে, তাহাকে প্রতিমাসে সর্বমোট ৫১০ টাকায় অস্থায়ী গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করা হয়। উক্ত নিয়োগ পত্রে কোথাও উল্লেখ নাই যে, তাহাকে ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতে বেতন ভাতাদি প্রদান করা হইবে। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষের নিয়োগদানের তারিখ হইতে তিনি একাধারে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাকে আর কোন নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় নাই। ইহাও স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষ বিভিন্ন গুদামে কাজ করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে না থাকায় সময় তিনি ব্যাংকে কাউন্টারেও কাজ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ অন্যান্য স্থায়ী গুদাম রক্ষক এর ন্যায় ১৯৮৫ সালে ৩,০০০ টাকা ক্যাশ সিকিউরিটি এবং ১০,০০০ টাকা ম্যান সিকিউরিটি প্রদান করিয়াছেন মর্মেও তাহার আরজীতে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাহার আরজীতে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় নৈমিত্তিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করা হয় এবং তাহার বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য সরাসরি ব্যাংক প্রথম পক্ষের নামের

হিসাবে জমা করেন। উপরোক্ত বিষয় দ্বিতীয় পক্ষ অস্বীকার করেন নাই। একজন অস্থায়ী শ্রমিকের নিকট হইতে ক্যাশ সিকিউরিটি ও ম্যান সিকিউরিটি নেওয়া এবং তাহাকে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বোনাস, বাৎসরিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি ইত্যাদি প্রদান করার কোন যুক্তিসংগত কারন নাই। আর প্রথম পক্ষের চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকুরী কখন ব্রেক (Break) হইয়াছে এমন কোন কেস দ্বিতীয় পক্ষের নাই। তাই প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একাধারে গুদাম রক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন বিধায় ৪৬ ডি, এল, আর (১৯৯৪) এর ১৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমায় মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক। সেখানে Their lordship have observed--"The term "temporary worker" has a connotation which is different from popular and dictionary meaning of the term. Having regard to the language employed in the sub section of the Act, a worker in order to be treated as permanent worker need not require appointment on permanent basis. It will be sufficient if he has satisfactorily completed the period of probation." দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যেহেতু সেখানে প্রভেশনারের কথা বলা হইয়াছে। অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে যদিও উপরোক্ত মোকদ্দমায় প্রভেশনারের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেহেতু উভয় মোকদ্দমা একই প্রকৃতির বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, একই প্রকৃতির অন্যান্য মোকদ্দমা ইতিপূর্বেও অত্র আদালত কর্তৃক দরখাস্তকারীর পক্ষে রায়ে প্রদান করা হইয়াছে।

স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগদানের তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একাধারে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের কাজে আর প্রয়োজন না হইলে তাহাকে একজন স্থায়ী শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ টারমিনেট করিতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। একই প্রকৃতির অন্যান্য মোকদ্দমা ইতিপূর্বে অত্র আদালত কর্তৃক প্রথম পক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইয়াছে বিধায় এবং উপরের আলোচনার আলোকে প্রথম পক্ষ আইনানুযায়ী স্থায়ী শ্রমিকের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে একজন স্থায়ী শ্রমিকের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

স্বাঃ

(আবদুর রব মিয়া)

চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তাং ২৪/৭/৯৪

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-৮২/১৯৯২

মোঃ আব্দুল হামিদ খান,
পিতা মৃত মোঃ চেরাগ আলী খান,
গ্রাম ও ডাকঘর সুবিদপুর,
থানা নলছিটি, জিলা ঝালকাঠী।

.....প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চাঁদ টেক্সটাইল (স্পিনিং) মিলস লিঃ,
৬৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
প্রতিনিধিত্বে—ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক,
চাঁদ টেক্সটাইল (স্পিনিং) মিলস লিঃ,
শ্যামপুর, কদমতলী, ঢাকা।

.....দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত : আব্দুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব তাহের আহাম্মদ, সদস্য (মালিক)।
জনাব গোলাম মহি উদ্দিন, সদস্য (শ্রমিক)।

রায়ের তারিখ : ১৪-৭-৯৪ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ১৪-৬-৭৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন কনিষ্ঠ করণিক পদে নিয়োজিত হইয়া সততা ও দক্ষতার সহিত চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি মিলের হিসাব (মজুরী) বিভাগে কাজ করিতেন। দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১৮-৫-৯২ তারিখের সিটি (এস) এম/প্রশাসন/৯১-৯২/১২০৭ পত্রে প্রথম পক্ষকে ভগ্ন স্বাস্থ্যের অজুহাতে চাকুরী হইতে ডিসচার্জ করেন। উক্ত আদেশে প্রথম পক্ষকে তাহার প্রাপ্য গ্রাচ্যুইটি, অর্জিত ছুটির পরিবর্তে মজুরী এবং অন্যান্য আনুষংগিক সকল

প্রকার সুবিধাবলী প্রদান করার কথা বলা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উপরোক্ত সুবিধাদি প্রদান করা হইতে বিরত থাকেন এবং প্রথম পক্ষ ডিসচার্জ আদেশ গ্রহণ করিয়া তাহার প্রাপ্য সুবিধাবলী পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের দপ্তরের আদেশ নং-সিটি (এস)এম/প্রশাসন/৩১/৯১-৯২/১৩৯১ তাং ৮-৬-৯২ জারী করিয়া প্রথম পক্ষকে জানান যে তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করিবার জন্য বিলেয় প্রধান কার্যালয়ে ফাইনাল বিল প্রস্তুত রহিয়াছে। বিগত ইং ৮-৬-৯২ তারিখের আদেশানুযায়ী প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অফিসে গিয়া দেখিতে পান যে, দ্বিতীয় পক্ষ যে বিল প্রস্তুত করিয়াছে উহা তাহার পাওনা হইতে অনেক কম। তাই বিলের টাকা গ্রহণ না করিয়া এবং দ্বিতীয় পক্ষের ইং ৮-৬-৯২ তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মতে ইং ২২-৬-৯২ তারিখ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ২য় পক্ষের বরাবরে গ্রীভান্স পিটিশান প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ গ্রীভান্স পিটিশান পাওয়ার পরেও প্রথম পক্ষের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করিয়া দেন নাই। সরকার ১৯৯১ সালের ২৬শে অক্টোবর এস আর ও নং ৩২৪-এল/৯১/এমএফ/এফ ডি(১-এমপি)-১/এন পিসি-৩/৯১-৬৬ জারী করিয়া নূতন বেতন স্কেল প্রদান করেন এবং উক্ত বেতনমালা ১৯৯১ সালের ১লা জুলাই হইতে কার্যকরী করার আদেশ প্রদান করেন। দ্বিতীয় পক্ষ কোম্পানী তাহাদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে নূতন বেতন স্কেল কার্যকরী করার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম পক্ষকে নূতন বেতন স্কেলের সুবিধা প্রদান না করিয়া পুরাতন নিয়মে এবং পুরাতন স্কেলে তাহার চাকুরী হইতে ডিসচার্জ-জনিত পাওনার হিসাব করেন। নূতন বেতন স্কেল অনুসারে প্রথম পক্ষের মাসিক মূল মজুরী দাঁড়ায় ২,৫৮০ টাকা কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহার মূল মজুরী ১৭০০ টাকা হিসেবে হিসাব করেন, যাহা সম্পূর্ণ বে-আইনী। প্রথম পক্ষ কর্তৃক অগ্রিম নেওয়া ৫,১০০ টাকা বাদে তিনি বিভিন্ন খাতে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট মোট ১,১৩,৭৮০ টাকা পাইতে অধিকারী। কিন্তু তাহাকে উক্ত টাকা প্রদান না করিয়া পুরাতন বেতন স্কেলে মোট ৭০,৩৩১ টাকা প্রদান করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ একটি বিল তৈয়ার করেন, যাহা সম্পূর্ণ বে-আইনী। তাই প্রথম পক্ষ তাহার পাওনা আদায়ের নিমিত্তে এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ লিখিত জবাব দাখিলে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে চলিতে পারে না এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষ আইনের বিধান মতে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কোন গ্রীভান্স পিটিশান দাখিল করেন নাই। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে অযথা হয়রানী করিবার জন্য মনগড়া ও বানোয়াট মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ তাহার ডিসচার্জ আদেশ মানিয়া নিয়া ইং ৩০-৭-৯২ তারিখের ৯০০২২৭৮ নম্বর চেকের মাধ্যমে সিটি ব্যাংক, ঢাকা হইতে তাহার সমুদয় পাওনা বাবদ মোট ৭০,৩৩১ টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে কু-লোকের কু-পরামর্শে অন্যায় লোভের বশবর্তী হইয়া এই কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহাকে প্রকৃত পাওনা হইতে কম দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং

৩০-৭-৯২ তারিখে সমুদয় পাওনা বুঝিয়া নিবার পর বর্তমানে এই বিষয় আর কোন বিতর্ক উত্থাপনের অবকাশ নাই। প্রকৃত ঘটনা এই যে,প্রথম পক্ষ চাকুরীরত অবস্থায় তাহার বেতন স্কেলের সর্বশেষ ধাপে উপনীত হওয়ায় তিনি ব্লক (Block cadre) ভুক্ত হইয়া পড়েন। উক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের ইং ১২-৩-৯১ তারিখের দপ্তর আদেশ নং সিটি(এস)এম/সিটি এম/এডমিন-১৭/৯০-৯১/৯৫৯ দ্বারা জানাইয়া দেন। উক্ত পত্রেই প্রথম পক্ষের সর্বশেষ মূল বেতন ১৭০০ টাকা জানাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ উহা মানিয়া লইয়া ইং ১-৭-৯০ তারিখ হইতে ইং ১৮-৫-৯২ তারিখ (ডিসচার্জের তারিখ) পর্যন্ত চাকুরী করেন এবং ঐ হারেই বেতন গ্রহণ করেন। তাই আ:নানুযায়ী তিনি মূল বেতন ১৭০০ টাকা হিসাবেই ডিসচার্জের সুবিধাদি পাইতে পারেন। ডিসচার্জের পরে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের পাওনা আইনানুযায়ী চূড়ান্তভাবে পরিশোধ করিয়াছেন এবং প্রথম পক্ষ উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানটি একটি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিধায় এবং ইহা ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইনে নবন্ধিত একটি স্বকীয় স্বত্তার কোম্পানী বিধায় সরকার ঘোষিত ইং ২৩-১০-৯১ তারিখের নূতন বেতন স্কেল দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের উপর কার্যকর নহে। দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান সিবিএ ইউনিয়নের সহিত মালিক পক্ষের ইং ১৯-৫-৯২ তারিখে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামা হয় এবং চুক্তিনামা অনুযায়ী কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদেরকে নূতন বেতন স্কেল প্রদান করা হয়। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পূর্বেই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসচার্জ করা হইয়াছে বিধায় উক্ত চুক্তিপত্রের শর্তাদি তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। নূতন বেতন স্কেল প্রথম পক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে বিধায় তাহার মাসিক মূল মজুরী ২,৫৮০ টাকায় নির্ধারণের প্রশ্ন উঠে না। তাছাড়া উক্ত আদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধানের আওতায় আসে না। প্রথম পক্ষ তাহার মূল বেতন ১৭০০ টাকায় হিসাবে ধরিয়া তাহার যাবতীয় পাওনাদি (মোট ৭০,৩৩১) টাকা বুঝিয়া নিয়াছেন বিধায় তাহার এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন আইনসংগত অধিকার নাই। দ্বিতীয় পক্ষকে অযথা হয়রানী করিবার জন্য প্রথম পক্ষ এই মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উপরোক্ত অবস্থায় খরচসহ মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য।

বিচার্য্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে টলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য্য বিষয়: ১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য বিষয় দুইটি একত্রে নওয়া হইল। এই মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক স্বাক্ষী প্রদান করেন নাই। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ইং ১৪-৬-৭৪ তারিখে কনিষ্ঠ করনিক পদে যোগদান করিয়া কাজ করিয়া

আসিতেছেন। ইহাও স্বীকৃত যে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে ইং ১৭-৫-৯২ ও ১৮-৫-৯২ সিটি(এস) এম/প্রশাসন/৯১-৯২/১২০৭ নম্বর স্মারকে ১৮-৫-৯২ তারিখ চাকুরী হইতে অপসারণ (ডিসচার্জ) করেন। উক্ত অপসারণ পত্রে প্রথম পক্ষের দেনা-পাওনাদি হিসাব বিভাগ হইতে সমন্বয় করিয়া প্রধান কার্যালয় হইতে বুঝিয়া নিবার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ তাহার চাকুরী হইতে অপসারন করা সম্বন্ধে কোন চ্যালেঞ্জ করেন নাই। তিনি অপসারণ আদেশ মানিয়া নিয়া নূতন পে-স্কেল অনুযায়ী তাহার বেতন নির্ধারণপূর্বক তাহাকে তাহার প্রাপ্যাদি বুঝাইয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করার পূর্বেই দ্বিতীয় পক্ষ কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে ১৯৯১ সালের ১লা জুলাই হইতে নূতন বেতন মালার সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রথম পক্ষের বেলায় উক্ত বেতন স্কেল কার্যকর না করিয়া পুরাতন বেতন স্কেল অনুযায়ী তাহার পাওনাদি হিসাব করিয়াছেন। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, পুরাতন বেতন স্কেলে প্রথম পক্ষের প্রতি মাসে শেষ বেতন ১,৭০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু নূতন বেতন মালা অনুসারে প্রথম পক্ষের মাসিক বেতন দাঁড়ায় ২,৫৮৫ টাকা। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, মোকদ্দমা দাখিলের পরে প্রথম পক্ষ তাহার চাকুরী হইতে ডিসচার্জ বাবদ সমস্ত পাওনাদি বুঝিয়া নিয়াছেন।

প্রথম পক্ষ তাহার দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ তাহার ডিসচার্জের সুবিধা বাবদ যে বিল প্রস্তুত করিয়াছেন উহা তাহার প্রকৃত পাওনা হইতে অনেক কম হইয়াছে বিধায় তিনি বিলের টাকা গ্রহণ না করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের নিকট গ্রীভান্স পিটিশান দাখিল করেন। প্রথম পক্ষ ইং ২২-৭-৯২ তারিখ এই মোকদ্দমাটি দখিল করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ হইতে দাখিলী কোম্পানীর বেতন রেজিষ্টার হইতে দেখা যায় যে, ইং ৩০-৭-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষ তাহার মাসিক মূল মঞ্জুরী ১৭০০ টাকা স্বীকার করিয়া তাহার ডিসচার্জের যাবতীয় পাওনা বাবদ মোট ৭০,৩৩১ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। তা'ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ হইতে অন্যান্য যে সহ বেতন রেজিষ্টার দাখিল করা হইয়াছে উহা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ১৭০০ টাকা হিসাবেই মূল বেতন গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার যাবতীয় পাওনাদি বাবদ যে বিল প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা মোকদ্দমা দাখিলের পরে প্রথম পক্ষ সেই বিলের সমুদয় (৭০,৩৩১) টাকা বুঝিয়া নিয়াছেন বিধায় এই মোকদ্দমাটি আর চালাইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিলের সম্পূর্ণ টাকা মোকদ্দমা দাখিলের পরে প্রথম পক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হইতে প্রমানিত হয় যে তিনি নূতন বেতন মালার দাবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট যে গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল করেন সেখানেও তিনি পুরাতন বেতন স্কেলের নিয়ম অনুযায়ী তাহার পাওনাদি গ্রহণ করার

[পরিবর্তে নূতন বেতন স্কেলে তাহার পাওনা বাবদ বিল প্রস্তুতকৃহ অনুরোধ জানান। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উহা অস্বীকার করেন। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক পূর্বের পুরাতন বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রথম পক্ষের পাওনাদি বাবদ প্রস্তুত করায় বিলের সমুদয় টাকা এই মোকদ্দমা দায়িলের পরে প্রথম পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন বিধায় তাহার আর কোন দাবী থাকিতে পারে না।

উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে পারে না এবং মোকদ্দমাটি আইনের চোখে অচল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং আদেশ হইল যে-

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে ডিসমিস হইল।

স্বাঃ
(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং-৪১/৯৩

মোঃ শিহাব উদ্দিন খান,
পিতা মৃত কবির উদ্দিন খান,
সাং বাবুরচর,
ডাকঘর ঢেউখালী, থানা সদরপুর,
জেলা ফরিদপুর।

.....বাদী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন,
ইহার পক্ষে-চেয়ারম্যান,
৪৯/৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা।

(২) জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম,
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, সি, সেচ ভবন,
ঢাকা সার্কেল, ২২নং মানিক মিয়া এভিনিউ,
শেরে বাংলা নগর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

(৩) নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ) বি, এ, ডি, সি
নারায়ণগঞ্জ রিজিয়ন, নারায়ণগঞ্জ,
১৬৯ নং বি, বি রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৪) সহকারী প্রকৌশলী (সেচ) বি, এ, ডি, সি
নারায়ণগঞ্জ জোন, নারায়ণগঞ্জ,
১৬৯ নং বি, বি, রোড, নারায়ণগঞ্জ।

.....বিবাদীগণ।

উপস্থিত: আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।

জনাব এ, কে, এম, জব্বার খান, সদস্য (মালিক)।

জনাব মনজুরুল আহসান, সদস্য (শ্রমিক)।

রায়ের তারিখ: ৩০/৬/৯৪

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে বাদী পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, বাদী ইং ৮-৬-৮১ তারিখ হইতে বিবাদীর অধীনে সাব ইউনিট অফিসার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইং ৯-৩-৯২ তারিখে ২নং বিবাদী নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তৈল মবিল ঘাটতির অভিযোগ দেখাইয়া বাদীকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদান করেন। অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বাদী ইং ১৮-৩-৯২ তারিখ কারন দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। ২নং বিবাদী ইং ২৭-৭-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাদীকে বে-আইনীভাবে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন এবং এই মোকদ্দমা দায়ের করা পর্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু করেন নাই। বি, এ, ডি, সি'র ১৯৯০ সনের প্রবিধান এর ৪৫(২) উপ-প্রবিধানের ১নং ধারা মোতাবেক ৩০ দিনের মধ্যে বিভাগীয় অভিযোগ আনয়ন করতঃ বাদীকে অবহিত করার নিয়ম। অন্যথায় ৩০ দিন পর বাদী চাকুরীতে পুনর্বহাল হইয়াছেন মর্মে গণ্য হওয়ার কথা। বিবাদী দীর্ঘ ৩৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও বাদীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন নাই। যদিও বাদীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে কিন্তু বাদী অফিসে হাজির থাকিয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাদীকে মূল বেতনের ½ অংশ ভাতা প্রদান করা

হইতেছে। বাদীকে আইনতঃ ৬০ দিনের বেশী সাময়িক বরখাস্তে রাখা যায় না। তাই বাদী সাময়িক বরখাস্তের ২ (দুই) মাস পর হইতে অর্থাৎ ইং ২৭-৯-৯২ তারিখ হইতে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের পূর্ণ বেতন পাইবেন। সাময়িক বরখাস্তের পূর্বে অর্জিত বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ অন্যান্য ইনক্রিমেন্ট বাদীকে প্রদান করা হয় নাই। তাই বাদী উক্ত বকেয়া ইনক্রিমেন্ট পাইতে অধিকারী। তা'ছাড়া ইং ১-৭-৯১ তারিখ হইতে সরকার জাতীয় পে-স্কেল প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ উহা বাস্তবায়ন করেন নাই। আর বাদী তাহার চাকুরী ৮ বৎসর ও ১২ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে যে দু'টি টাইম স্কেল পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন উহাও তাহাকে প্রদান করা হয় নাই। ১৯৯২-৯৩ সনের দুইটি ঈদ বোনাসও বাদীকে প্রদান করা হয় নাই। বাদী উক্ত পাওনা পাইবার জন্য এবং সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য বহু আবেদন করিয়াছেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। বাদী ইং ১৭-৪-৯৩ তারিখে সর্বশেষ আবেদন করিয়াও বিফল হন। বাদী তাহার পাওনা পাইবার জন্য অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

বাদী পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে বিবাদী পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে বিবাদী পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, বর্তমান আকারে ও প্রকারে মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। বি, এ, ডি, সি সার্ভিস রেগুলেশন এণ্ড অডিন্যান্স, ১৯৬১ এর ৭৪ ধারার বিধান মতে বিবাদী পক্ষকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান না করায় মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য। বাদী কোন শ্রমিক নন এবং তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে একজন কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন বিধায় শ্রম আদালতে তাহার মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার নাই। প্রকৃত বিবরণ এই যে, অত্র সংস্থার নারায়ণগঞ্জ সেচ জোনের এম, ভি জাহাংগীর অয়েল ভেসেলের সাবেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী বাদী জনাব শিহাব উদ্দিন খান যাব ইউনিট অফিসার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং নিয়োগ প্রাপ্তির পর তিনি ৮-৬-৮১ তারিখ ঢাকা যাঃ পাঃ রিজিয়ন অফিসে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তাহাকে নারায়ণগঞ্জ জোনের এম, ভি জাহাংগীর অয়েল ভেসেলে বদলী করা হয় এবং সেখানে তিনি যোগদান করেন। পরবর্তীতে বাদীকে বন্দর সেচ ইউনিট-১ এ বদলী করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর পূর্বক বদলীকৃত স্থানে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বার বার তাগিদ সত্ত্বেও তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর করেন নাই। ইং ১৬-১১-৯১ তারিখে তিনি দায়িত্ব হস্তান্তরের অপারগতার বিষয়টি নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করেন। কিন্তু তাহার হস্তান্তরের অপারগতার যৌক্তিকতা গ্রহণযোগ্য হয় নাই। তাই সহকারী প্রকৌশলী নারায়ণগঞ্জ জোন বাদীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫টি প্রস্তাব করেন। উহার পরিপ্রেক্ষিতে নারায়ণগঞ্জ রিজিয়নের-নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেলকে বাদীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল তাহার ইং ২৫-১১-৯১ তারিখের ১০৫৫ নম্বর স্মারকে বাদীকে, ইং ৪-১২-৯১ তারিখের মধ্যে

দায়িত্বভার হস্তান্তরের জন্য শেষ বারের মত নির্দেশ প্রদান করেন এবং উক্ত তারিখের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তরে ব্যর্থ হইলে সংস্থার বিধি মোতাবেক বাদীকে সাময়িক বরখাস্ত করতঃ একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে দায়িত্ব হস্তান্তরের ব্যবস্থা করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জকে অনুরোধ করেন। উক্ত আদেশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঢাকা সার্কেলের ১৫-১-৯২ তারিখের ৫৬ নম্বর স্মারকে নির্বাহী প্রকৌশলী নারায়ণগঞ্জের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে দায়িত্ব গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য বাদী ইং ১২-২-৯২ তারিখ উচ্চতর গুদাম রক্ষক জনাব মো: সানোয়ার আলীর নিকট দায়িত্বভার অর্পন করেন এবং দায়িত্ব হস্তান্তরকালে পূর্বের ঘাটতির অতিরিক্ত আরও ৩,৪০৭ গ্যালন ডিজেল ঘাটতি দেখান, যাহার আনুমানিক মূল্য ২,০৯,০৭২ ৫৯ টাকা। তাই উপরোক্ত ঘাটতি ডিজেলের জন্য কেন বাদীকে দায়ী করা হইবে না তৎমর্মে তাহাকে ইং ১৭-৩-৯২ তারিখের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ দান করা হয়। দায়িত্ব হস্তান্তরের পর উহাতে কোন গরমিল আছে কিনা সেই সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত করতঃ ইং ২১-৩-৯২ তারিখের মধ্যে মতামতসহ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জকে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেন। নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ সহকারী প্রকৌশলীর দ্বারা তদন্তপূর্বক একটি তদন্ত প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সার্কেল অফিসে প্রেরণ করেন। উক্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সেচ), ঢাকা সার্কেল বাদীকে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত অভিযোগসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাদীর বিরুদ্ধে খসড়া বিভাগীয় অভিযোগ নামা প্রণয়ন করতঃ ইং ২০-৮-৯২ তারিখের মধ্যে ঢাকা সার্কেল অফিসে রিপোর্ট প্রেরণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জকে নির্দেশ প্রদান করেন। নির্বাহী প্রকৌশলী ইং ২৪-৯-৯২ তারিখের ২৩৪ নম্বর স্মারকে খসড়া অভিযোগ নামা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করেন। উহা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করেন। উহা বর্তমানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর নিকট বিবেচনাধীন রহিয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় বাদীর দাখিলী মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে চলিতে পারে কি?
(২) বাদীর এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার আছে কি?
(৩) বাদী তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য্য বিষয়: ১, ২ ও ৩:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য বিষয়গুলি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে বাদী বিবাদীর অধীনে ইং ৮-৬-৮১ তারিখে গার্ড ইউনিট অফিসার হিসাবে কাজে যোগদান করেন। ইহাও স্বীকৃত যে পরবর্তীতে বিভিন্ন অভিযোগে বাদীকে ইং ২৭-৭-৯২ তারিখে

চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং বিবাদীগণ কর্তৃক জবাব দাখিল করা পর্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় নাই। বাদী তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে নিজে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। বাদী তাহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি সাময়িক বরখাস্তের আদেশ তুলিয়া নিবার জন্য ইং ১৭-২-৯৩ এবং ১৭-৪-৯৩ তারিখ দুইটা দরখাস্ত দাখিল করেন, প্রদর্শনী-(৪ এবং ৫) চিহ্নিত হইয়াছে। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, তিনি বি, এ, ডি সি'র কর্মচারী ইউনিয়নের একজন সদস্য এবং তাহার ভোটার নম্বর ৮৪। তিনি ভোটার লিষ্ট, প্রদর্শনী-৬ দাখিল করেন। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, তাহার প্রশাসনিক কোন ক্ষমতা নাই। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি সাব ইউনিট অফিসার হিসাবে কাজে যোগদান করেন এবং তাহার অধীন ১১জন কর্মচারী ছিল এবং তিনি এই মোকদ্দমা দায়ের এর পূর্বে বিবাদীদের কোন নোটিশ প্রদান করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। যুক্তিতর্ককালীন সময়ে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, বাংলাদেশ শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(২) ধারার বিধান মতে সাময়িক বরখাস্তের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিন অতিবাহিত হইবার পরে সাময়িক বরখাস্ত আদেশটি বে-আইনী হিসাবে গণ্য হইবে। বিজ্ঞ-আইনজীবী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৪১ ডি, এল, আর এর ২৬৫ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, শুধু বাদীর পদবীর দ্বারাই তাহাকে অফিসার হিসাবে গণ্য করা যাইবে না। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৪০ ডি, এল, আর (এডি) ৪৫ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, বর্তমান মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে বিবাদী পক্ষকে নোটিশ প্রদান করার কোন প্রয়োজন নাই।

অপর দিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, বাদীর জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি অফিসার হিসাবে বিবাদীদের অধীনে কাজে যোগদান করিয়াছেন। তাই শ্রম আদালতে শুধু শ্রমিকেরাই মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন, কিন্তু কোন অফিসার নয়। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, বিবাদীর নোটিশ প্রদান না করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না।

শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(২) ধারার এবং ৪১ ডি, এল, আর এর ২৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের তারিখ হইতে ৬০ দিন পরে উক্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বে-আইনী হিসাবে গণ্য হইবে। আর আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, স্বীকৃত মতে সাময়িক বরখাস্তের তারিখ হইতে মোকদ্দমা দায়েরের দিন পর্যন্ত উক্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার বা তুলিয়া নেওয়া হয় নাই। তাছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ বা বিবাদী পক্ষ তাহাদের ইং ১১-১১-৯৩ তারিখের দাখিলকৃত জবাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তখন পর্যন্ত বাদীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় নাই এবং বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) এর নিকট বিবেচনাধীন রহিয়াছে। তবে বাদী তাহার দায়েরকৃত এই মোকদ্দমায় তিনি শুধু বিবাদীদের নিকট

তাহার পাওনা টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য সুবিধাদির প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ যে বে-আইনী সেই সম্পর্কে কোন প্রার্থনা করেন নাই। বাদীর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ বে-আইনী ঘোষণাপূর্বে তাহার দাবীকৃত পাওনাদি প্রদান করিবার নির্দেশ দেওয়ার কোন সুযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। তা'ছাড়া তাহাকে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত এর তারিখ হইতে ৬০ দিন পরে তিনি উক্ত বরখাস্তের আদেশ তুলিয়া নিবার জন্য বিবাদীদের নিকট ২ বার প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু ৬০ দিন অতিবাহিত হইবার পরে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ বে-আইনী। তিনি তাহার চাকুরীর সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাইতে অধিকারী মর্মে দাবী করিয়া কোন দরখাস্ত বিবাদীদের নিকট দাখিল করেন নাই। আর তিনি তাহার আরজীর প্রার্থনায় যে দাবী-দাওয়ার কথা বলিয়াছেন উক্ত দাবী-দাওয়া কখনো বিবাদীদের নিকট পেশ করেন নাই এবং বিবাদী পক্ষও উহা দিতে অস্বীকার করেন নাই। এমতাবস্থায় বাদীর এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণও উদ্ভব হয় নাই।

স্বীকৃতমতে বাদী সাব ইউনিট অফিসার হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং বাদী জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার অধীনে ১১ জন কর্মচারী ছিল। অর্থাৎ ১১ জন কর্মচারীর উপর বাদীর সুপারভাইজারী ক্ষমতা ছিল এবং তিনি সাব ইউনিট অফিসার হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। ৪০ ডি, এল, আর (এডি) এর ৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকে শুধু পদবীর দ্বারাই কাউকে শ্রমিক অথবা নিয়োগদাতা হিসাবে গন্য করা যাইবে না। শুধু তাহার কাজের প্রকৃতি দ্বারাই নির্ধারণ করা হয় যে, তিনি একজন কর্মচারী বা নিয়োগদাতা কিনা। উক্ত মোকদ্দমার বিষয়বস্তু এবং বর্তমান মোকদ্দমার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে বাদীকে শুধু অফিসার হিসাবেই নিয়োগদান করা হয় নাই, তাহার অধীনে ১১জন কর্মচারীও কর্মরত। এমতাবস্থায় দেখা যায় যে, বাদী একজন অফিসার এবং তিনি শ্রমিকের সংজ্ঞায় পড়েন না। আর স্বীকৃতমতে শ্রম আদালতে শুধুমাত্র শ্রমিকেরাই মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন। আর মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে বিবাদীদের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এমন কোন প্রমাণ দ্বিতীয় পক্ষ দাখিল করিতে পারেন নাই। তাই উপরোক্ত আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে চলিতে পারে না এবং বাদীর এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার নাই। তাই বাদী এই মোকদ্দমায় তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারাও উপরোক্ত বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনে না মঞ্জুর হইল।

স্বাঃ/
(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
৩০/৬/৯৪

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত।
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৪/৯২

আ, স, ম ওমর আব্দুল কাদের
ট্রাফিক ইন্সপেক্টর,
বিআরটিসি জোয়ারসাহারা বাস ডিপো,
ঝিলখেত, ঢাকা।

.. .. প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বিআরটিসি, পরিবহন ভবন,
রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল,
ঢাকা।

(২) দি ডাইরেক্টর (ফাইনান্স),
বিআরটিসি, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা।

(৩) দি ম্যানেজার (অপারেশন),
জোয়ারসাহারা বিআরটিসি বাস ডিপো,
ঝিলখেত, ঢাকা।

.. .. দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত : আব্দুর রব (মিয়া, জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ (মালিক), সদস্য।
জনাব মো: মহিউদ্দিন (শ্রমিক), সদস্য।

রায়ের তারিখ ১৮-৬-৯৪ ইং

রায়

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানমতে এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ইং ১-৭-৭৪ তারিখ হইতে ৩০-৯-৮১ তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করার পরে কোন কারণ না দর্শাইয়া তাহাকে চাকুরী হইতে অবসান (টারমিনেট) করা হয়। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ তাহাদের ইং ১৮-৪-৮৭ তারিখ এবং ২১-৪-৮৭ তারিখের পত্র মূলে প্রথম পক্ষকে পুনঃ নিয়োগ করেন। তখন প্রথম পক্ষ তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিবার জন্য বিআরটিসির ডাইরেক্টর (প্রশাসন) এর নিকট দরখাস্ত দাখিল করেন। প্রথম পক্ষ ইং ২২-৪-৮৭ তারিখ বিআরটিসি ট্রাফিক ইন্সপেক্টর হিসাবে চাকুরীতে পুনঃযোগদান করেন। প্রথম পক্ষকে ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালের জন্য বাৎসরিক বর্ধিত বেতন প্রদান করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১-৭-৮৭ তারিখ তাহার মূল বেতন ১৬২৫ টাকা নির্ধারণ করেন তাহাকে ইং ১-৭-৮২ তারিখ এবং ১-৭-৮৬ তারিখ ২টি টাইম স্কেল প্রদান করা হয় তাহার পূর্বের চাকুরী হিসাব করিয়া। ইং ২৭-১১-৯০ তারিখ প্রথম পক্ষ ৩য় টাইম স্কেলের প্রার্থনা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। ইং ২২-৮-৯১ তারিখ জেনারেল ম্যানেজার (পার্সোনাল ও প্রশাসন) পূর্বের সিদ্ধান্ত বদলাইয়া প্রথম পক্ষের নিকট একখানা চিঠি প্রেরণ করেন। উহাতে প্রথম পক্ষের চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে প্রথম পক্ষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম পক্ষ ইং ২-৯-৯১ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার জন্য ১নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট একখানা আপিল দায়ের করেন এবং উহার কোন উত্তর না পাওয়ায় প্রথম পক্ষ দুইবার তাগিদ দেন। ইং ১৫-১-৯২ তারিখ ৩ নম্বর দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের মূল বেতন ১৯৯১ সনের জন্য ১০৫০ টাকা ধার্য্য করিয়া একখানা পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু ইং ২২-৭-৯১ তারিখ প্রথম বেতন নির্ধারণ হইয়াছিল ২,০০০ টাকা। দ্বিতীয় পক্ষের শেষ সিদ্ধান্তের ফলে প্রথম পক্ষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং তাহার মূল বেতন প্রতিমাসে ৯৫০ টাকা হ্রাস পায় এবং তিনি তাহার চাকুরী জ্যেষ্ঠতা হারান। তাই প্রথম পক্ষ ৩ নম্বর দ্বিতীয় পক্ষের ইং ১৫-১-৯২ তারিখের আদেশ বাতিল, প্রথম পক্ষের চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা বজায় রাখা, ৩য় টাইম স্কেল প্রদান এবং মোকদ্দমার খরচের আদেশের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই। মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে ব্যয়িত এবং মোকদ্দমাটি রক্ষণীয় নহে। প্রকৃত ঘটনা এই যে প্রথম পক্ষকে ইং ৩০-৯-৮১ তারিখে কর্পোরেশনের চাকুরী হইতে টারমিনেট (অবসান) করা হয়। উক্ত টারমিনেশান আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ অত্র আদালতে ও সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে মামলা দায়ের করিয়া হারিয়া যান পরবর্তীতে তৎকালীন উপ-প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন করিলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও উপ-সচিবের পরামর্শ মোতাবেক কতিপয় শর্তে প্রথম পক্ষ চাকুরী করিতে রাজি আছেন মর্মে তাহার ইং ২১-৪-৮৭ তারিখের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃ-

পক্ষের নির্দেশক্রমে তাহাকে চাকুরীতে পুনঃনিয়োগ করা হয়। শর্ত অনুযায়ী অবসানের (টারমিনেশানের) তারিখ হইতে চাকুরীতে পুনঃযোগদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রথম পক্ষ কোন বেতন ভাতাদি পাইবেন না। চাকুরীচ্যুতির কাল শুধুমাত্র চাকুরীর জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে গণ্য হয়। প্রথম পক্ষ মিথ্যা ও ভুল তথ্য প্রদর্শন করিয়া উচ্চতর বাৎসরিক ইক্রিমেন্ট ও ২টি টাইম স্কেল গ্রহণ করেন। তৃতীয় টাইম স্কেলের জন্য আবেদন করিলে বিষয়টি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভুল তথ্য বিবেচিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করিলে উহা পর্যালোচনার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রথম পক্ষের বেতন স্কেল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় এবং দ্বিতীয় পক্ষের সিদ্ধান্ত প্রথম পক্ষকে জানাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষকে অযথা হয়রানী করার জন্য প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

বিচার্য্য বিষয়

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষণীয় কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য্য বিষয়-১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ইং ১-৭-৭৪ তারিখ হইতে ৩০-৯-৮১ তারিখ পর্যন্ত কাজ করিয়াছেন এবং ৩০-৯-৮১ তারিখ তাহাকে কর্পোরেশনের চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। ইহাও স্বীকৃত যে টারমিনেশানের আদেশের বিরুদ্ধে তিনি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অত্র আদালত এবং সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া হারিয়া যান। ইহাও স্বীকৃত যে বিআরটিসি কর্তৃপক্ষের ইং ১৮-৬-৮৭ এবং ইং ২১-৬-৮৭ তারিখের পত্র মূলে প্রথম পক্ষকে শর্ত সাপেক্ষে একই পদে পুনঃনিয়োগ করা হয় এবং তিনি ইং ২২-৪-৮৭ তারিখ পুনরায় তাহার পূর্ব পদে যোগদান করেন। ইং ১৯৮২—১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসরের বন্ধিত বেতন (ইনক্রিমেন্ট) প্রদান করিয়া ইং ১-৭-৮৭ তারিখ প্রথম পক্ষের মাসিক মূল বেতন ১৬২৫·০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। তাহার পূর্বের চাকুরী গণনা করিয়া তাহাকে ২টি টাইম স্কেলও প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রথম পক্ষ তৃতীয় টাইম স্কেলের জন্য প্রার্থনা করিলে জেনারেল ম্যানেজার (পার্সোনেল ও প্রশাসন) এর ইং ২২-৮-৯১ তারিখের পত্রে পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয় এবং ইং ১৫-১-৯২ তারিখ ৩ নম্বর দ্বিতীয় পক্ষ ১৯৯১ সালের জন্য প্রথম পক্ষের মাসিক মূল বেতন ১০৫০·০০ টাকা নির্ধারণ করেন। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী সম্পূর্ণ বে-আইনী-ভাবে ৩ নম্বর দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১৫-১-৯২ তারিখের পত্র মূলে তাহার মাসিক মূল বেতন ১০৫০·০০ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন এবং তৃতীয় টাইমস্কেল প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তৎকালীন উপ-প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন করিলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও উপ-সচিবের পরামর্শ মোতাবেক কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে পুনঃনিয়োগ করা হয় এবং কর্তৃপক্ষকে ভুল বুঝাইয়া প্রথম পক্ষ ৫টি বাৎসরিক বর্দ্ধিত বেতনসহ তাহার মাসিক মূল বেতন ১৬২৫.০০ টাকা নির্ধারণ করান এবং ২টি টাইম স্কেল দেন।

উভয় পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে মাত্র একজন করিয়া সাক্ষী প্রদান করিয়াছেন তাহারা তাহাদের নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনের জবানবন্দি করেন। চাকুরীতে পুর্নবহাল সম্পর্কীয় আদেশ, প্রদর্শনী-১ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ম্যানেজার (প্রশাসন) এইমর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, তাহার টারমিনেট হওয়ার তারিখ হইতে পুনঃযোগদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য কোন বেতন ভাতাদি পাইবেন না এবং তাহার চাকুরী চুক্তিকালীন সময় শুধুমাত্র চাকুরীর সিনিয়রিটির বেলায় গণ্য হইবে এই শর্তে তাহাকে কর্তৃপক্ষ চাকুরীতে পুনঃনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি উক্ত শর্তে সম্মত থাকিলে তাহা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাইতে বলিয়াছেন। প্রথম পক্ষ কতৃক সিআরটিসি এর ডাইরেকটর (প্রশাসন) বরাবর চাকুরীতে পুর্নবহাল সংক্রান্ত ইং ১৯-৪-৮৭ তারিখের পত্রে প্রথম পক্ষ কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে জারীকৃত ইং ১৮-৪-৮৭ তারিখের নং ৯৫৮/প্রঃ এর শর্ত গ্রহণ করিয়া চাকুরী করিতে সম্মত আছেন মর্মে জানান। উক্ত পত্র এবং প্রদর্শনী-১ এর এ বিষয় লেখা হইয়াছে চাকুরীতে পুর্নবহাল সম্পর্কীয়, পুনঃনিয়োগ নয়। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষের চাকুরী হইতে টারমিনেট হওয়ার তারিখ হইতে পুনঃ নিয়োগের তারিখ পর্যন্ত কোন বেতন ভাতাদি পাইবেন না এবং তাহার চাকুরী চুক্তিকাল শুধুমাত্র চাকুরীর সিনিয়রিটির বেলায় গণ্য হইবে এই শর্তে প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে পুনঃনিয়োগ করা হয় এবং তিনি উক্ত শর্ত মানিয়া যোগদান করেন। তাহার যোগদানের পরে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে ৫টি বর্ধিত বেতনসহ ১-৭-৮৭ তারিখ ১৬২৫.০০ টাকা মাসিক মূল বেতন নির্ধারণ করেন এবং তাহাকে দুইটি টাইম স্কেল দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ তাহার টারমিনেট হওয়ার তারিখ হইতে পুনঃনিয়োগের তারিখ পর্যন্ত কোন বেতন ভাতাদি দাবী করেন নাই। আর তাহার চাকুরীচ্যুতিকাল চাকুরীর সিনিয়রিটির ক্ষেত্রে গণ্য হইবার শর্তে তাহাকে চাকুরীতে পুনঃ নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের চাকুরীতে পুনঃনিয়োগের শর্ত মতে প্রথম পক্ষের চাকুরীর ধারাবাহিকতা বজায় আছে। চাকুরীর ধারাবাহিকতা বা জ্যেষ্ঠতা বজায় রাখা হইতে বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে পুনঃনিয়োগের নামে প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে পুর্নবহাল করা হইয়াছে। আর বিধায় টিসির ম্যানেজার (প্রশাসন) কর্তৃক প্রথম পক্ষকে লেখা ইং ১৮-৪-৮৭ তারিখের ৯৫৮/প্রঃ নম্বর পত্র প্রদর্শনী-১ এ বিষয়ে চাকুরীতে পুর্নবহাল সম্পর্কীয় কথা লেখা হইয়াছে। অতএব দেখা যায় যে, যদিও দ্বিতীয় পক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষের বেতন ভাতাদি পুনঃনির্ধারণ করিয়াছেন কিন্তু উহা সঠিকভাবে হয় নাই। তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-'গ' সিরিজ এ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১-৭-৭৪ তারিখ হইতে চাকুরীর ধারাবাহিকতা বর্ননা করিয়া ইং ১-৭-৮২ তারিখ চাকুরীর ৮ বৎসর পুর্ন হওয়ায় প্রথম টাইম স্কেল এবং ইং ১-৭-৮৬ তারিখ চাকুরীর ১২ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় দ্বিতীয় টাইম স্কেল মঞ্জুর করা হইয়াছে। চাকুরীচ্যুতিকালীন সময়ের মধ্যে ঐ দুইটি টাইম স্কেল দেওয়া হইয়াছে বিধায় উহা নিয়ম বহির্ভূত হইয়াছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে পুনঃ নিয়োগের যে শর্ত দেওয়া হইয়াছিল সেখানে তাহার চাকুরীর সিনিয়রিটি বজায় থাকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

যুক্তিতর্ককালীন সময়ে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, যে শর্ত সাপেক্ষে প্রথম পক্ষকে পুনঃনিয়োগ করা হইয়াছে এবং সেই শর্ত অনুযায়ী তাহাকে বর্ধিত বেতন (ইনক্রিমেন্টস) এবং টাইম স্কেল দেওয়া হইয়াছে। তাই ৩১ ডি, এল, আর এর ৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত বর্ধিত বেতন ও টাইম স্কেলের আদেশ প্রত্যাহার করার অধিকার দ্বিতীয় পক্ষের নাই। উক্ত মোকদ্দমায়- Their lordship have observed— "When an order has taken effect and in pursuance of that order certain right has been created in favour of any person that order cannot be withdrawn or rescinded to the detriment of that person".
বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, ৩১ ডি, এল, আর এর ৪২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকেও ভুলের কারণ দেখাইয়া প্রথম পক্ষকে প্রদত্ত ইনক্রিমেন্টস এবং টাইম স্কেল বাতিল করার ক্ষমতা দ্বিতীয় পক্ষের নাই।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং মোকদ্দমাটি অত্র আদালতে রক্ষণীয়। তাই প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহারাও এইমর্মে মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে, এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। ৩ নং দ্বিতীয়পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ১৫-১-৯২ তারিখের আদেশ বাতিল ঘোষণা করা হইল। প্রথম পক্ষকে আইনানুযায়ী তৃতীয় টাইম স্কেল প্রদান করার জন্য দ্বিতীয়পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

(আবদুর রব মিয়া)
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও কেস নং ১২/৯৩ এবং ১৩/৯৩

(১) মোঃ আহছান উল্যাহ, যুগ্ম পিন্টার,
(২) হাফিজ আহমদ, অর্ডারলি পিয়ন,
(৩) হেমায়েত উদ্দিন, বার্তা বাহক,
(৪) নারায়ন চন্দ্র দে, নকশাকার,
(৫) সাঈদুল হক, ড্রাইবার,

(৬) জজু মিয়া, ড্রাইভার,
(৭) পরিমল চন্দ্র মালী, ঝাড়ুদার,
(৮) আবুল কালাম আজাদ, ট্রেসার,
(৯) আবদুল বারেক, পিয়ন,
(১০) দেলোয়ার হোসেন হাওলাদার, মুদ্রাক্ষরিক,
(১১) নুরুল আলম, কাঠ মিস্ত্রী,
(১২) জ্যোতি প্রকাশ বড়ুয়া, হিসাব করণিক,
(১৩) মোঃ কামাল উদ্দিন সরকার, ইষ্টেমিটর,
(১৪) আবু তাহের মিয়া, হিসাব করণিক,
(১৫) মোঃ রোকন উদ্দিন, হিসাব করণিক,
(১৬) মোঃ হারুনুর রশিদ, মুদ্রাক্ষরিক,
(১৭) আবুল কাশেম ভূঁইয়া, ভাণ্ডার রক্ষক,
(১৮) কালু চরন মালী, ঝাড়ুদার,
(১৯) সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, নিম্নমান সহকারী,
(২০) সৈয়দ মোতাহারুল ইসলাম, হিসাব রক্ষক,
(২১) হাসমত উল্লা, উর্ধতন হিসাব সহকারী,
(২২) মোঃ ইলিয়াস মিয়া, কার্য্য সহকারী,
(২৩) মোঃ গোলাম মাওলা, উর্ধতন হিসাব সহকারী,
(২৪) শফিউল আলম চৌধুরী, শুল্ক আদায়কারী,
(২৫) মোঃ আবুবকর সিদ্দিক, সম্প্রসারণ উপ-পরিদর্শক,
(২৬) শ্রী পদ আচার্য, মুদ্রাক্ষরিক,
সর্ব সাকিন-কাপ্তাই ও এণ্ড এম ডিভিশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কাপ্তাই।
.....আই, আর, ও ১২/৯৩

(২৭) নাজেমুল ইসলাম, প্রধান করণিক, কাপ্তাই ও এণ্ড এম বিভাগ,
পানি উন্নয়ন বোর্ড কাপ্তাই।
.....,আই, আর, ও কেস নং ১৩/৯৩
.....প্রথম পক্ষগণ।

—বনাম—

(১) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পক্ষে ইহার চেয়ারম্যান, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
(২) ডেপুটি সেক্রেটারী (ফাইন্যান্স), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
(৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম ও এণ্ড এম সার্কেল, পানি উন্নয়ন বোর্ড চট্টগ্রাম।
(৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, কাপ্তাই ও এণ্ড এম বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কাপ্তাই
.....দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত: অবাদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ,) চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব (মালিক) সদস্য।
জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী (শ্রমিক) সদস্য।

রায়ের তারিখ ১৪-৬-৯৪ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষগণ কাপ্তাই ও এণ্ড এম বিভাগ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কাপ্তাইয়ের শ্রমিক। ১৯৬৭ সনে তাহাদের শ্রমিক ইউনিয়ন দ্বিতীয় পক্ষের নিকট ২৫ ভাগ জেনারেটর ভাতা দাবী করিলে দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত দাবী না মানায় প্রথম পক্ষ অত্র আদালতে ১৬/৬৭ নম্বর আই, ডি, ও মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমার রায়ে প্রথম পক্ষকে ১০% ভাগ ভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উক্ত রায় না মানায় উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি হয় এবং চুক্তি মোতাবেক প্রথম পক্ষকে ১০% ভাগ ভাতা প্রদান করা হয়। ইং ১৬-৮-৯২ তারিখের এক আদেশে উক্ত ভাতা দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালের জাতীয় বেতন স্কেলে ভাতার কথা উল্লেখ না থাকায় উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালের জাতীয় বেতন স্কেলে উক্ত ভাতা দেওয়া হয় এবং কর্তৃপক্ষের ইং ৩-১-৭৯ তারিখের সারকুলারে উক্ত ভাতা প্রদান করা হয়। ইং ১২-৬-৮৪ তারিখের এক সার্কুলারে উক্ত ভাতা ২০ ভাগ করা হয়। কিন্তু ইং ১১-২-৮৫ তারিখে এক সার্কুলার বলে উক্ত ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং পূর্বের ভাতা ফেরত দিতে বলা হয়। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষগণ চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে ৬৯/৮৯ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন। কিন্তু মোকদ্দমাটি উক্ত আদালতে রক্ষণীয় বিধায় উহা না মঞ্জুর করা হয়। তাই প্রথম পক্ষ অত্র আদালতে এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

দ্বিতীয় পক্ষগণ প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব দাখিলে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষগণের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের মামলা দায়েরের কোন কারণ নাই এবং প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং তাদি দোষে বারিত। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ১৯৮০ সনে ইউনিয়নের পক্ষ হইতে পাওয়ার হাউস এলাউন্স শতকরা ২০% বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইলে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ইউনিয়নের চাপে বর্ধিত ২০% পাওয়ার হাউস এলাউন্স মঞ্জুর করা হয় এবং সেভাবেই প্রথম পক্ষগণ বা কর্মচারীগণ ২০% হারে ভাতা পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড মন্ত্রণালয় উক্ত ব্যাপারে কোন আদেশ জারী করেন নাই। পাউবো কর্মচারীগণকে ২০% হারে পাওয়ার হাউস এলাউন্স প্রদান করা হয়। দীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যেও বোর্ডের নিকট হইতে উক্ত বিষয়ে আদেশ না পাওয়ার কারণে ১৯৮২ সনে উহা বন্ধ না করিয়া দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইং ৭-৪-৮৪ তারিখের এক আদেশে কাপ্তাইয়ে কর্মরত পাউবো কর্মচারীগণও উক্ত বর্ধিত ২০% হারে ভাতা পাইবেন মর্মে উল্লেখ করেন এবং সে ভাবেই পাউবো এর কর্মচারীগণও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারীগণের মত ২০% হারে ইং ১-৪-৮৪ তারিখ হইতে ভাতা পাইয়া আসিতেছেন। ডেপুটি সেক্রেটারী, ফাইনান্স, পাউবো, ঢাকা তাহার ইং ১১-২-৮৫ তারিখের চিঠিতে উক্ত পাওয়ার হাউস এলাউন্স বন্ধ করিয়া দেন। এবং পূর্বের প্রদত্ত এলাউন্স আদায়ের নির্দেশ দেন। উক্ত চিঠি বলে প্রথম পক্ষের পাওয়ার হাউস এলাউন্স বন্ধ করিয়া দিতে চাহিলে প্রথম পক্ষগণ চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে ৬৯/৮৯ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং আদালত স্থিতিবস্থা বজায়

রাখার নির্দেশ দেন। ইং ২৫-৮-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষগণের দায়েরকৃত মামলা উক্ত আদালতের আওতাবহির্ভূত এবং পক্ষদোষের কারণে খারিজ করা হয় এবং উক্ত মামলা ঢাকার দ্বিতীয় শ্রম আদালতের আওতাভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে প্রথম পক্ষগণের দায়েরকৃত মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি দুইটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথমপক্ষগণ তাহাদের প্রার্থনামতে প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় ১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। ১২/৯৩ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমার ১০ নম্বর প্রথম পক্ষ মোঃ দেলোয়ার হোসেন হাওলাদার উভয় মোকদ্দমার প্রথম পক্ষে জবানবন্দী করেন। তিনি তাহার জবানবন্দীতে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা বর্ণনা করেন এবং প্রথম পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী, ১—৯ প্রমাণ করেন। তিনি ইং ১১-২-৮৫ তারিখের দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত আদেশ অবৈধ ঘোষণা এবং স্বীকৃত অধিকার ও আইনসংগত পাওনা সংরক্ষণের আদেশ বহাল রাখার প্রার্থনা করেন। অত্র আদালতের ১৬/৬৬ নম্বর আই, ডি, মোকদ্দমার ইং ১৭-৪-৬৮ তারিখের রায় হইতে দেখা যায় যে, উক্ত মোকদ্দমার প্রথম পক্ষকে ১০% জেনারেটর ভাতা প্রদান করা হইয়াছে। ইং ১৮-৩-৬৯ তারিখের চুক্তিনামা, প্রদর্শনী-২ এবং ইং ১৬-৮-৭২ তারিখের অফিস আদেশে, প্রদর্শনী-৩ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষগণকে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিনামা ভুলে এবং ইং ১৬-৮-৭২ তারিখ অফিস আদেশে ১০% হারে জেনারেটর ভাতা দেওয়া হয়। স্বীকৃত মতে ইং ১২-৬-৮৪ তারিখের সার্কুলারে প্রদর্শনী-৫ এ উক্ত ১০% হারে জেনারেটর ভাতা ২০% করা হয়। প্রথম পক্ষগণ যে, ২০% হারে ভাতা পাইতেছেন সেইমর্মে তাহারা একখানা সার্টিফিকেট দাখিল করেন, যাহা প্রদর্শনী-৬ এ চিহ্নিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১১-২-৮৫ তারিখের সার্কুলার, প্রদর্শনী, ৭ বলে উক্ত ভাতা বন্ধ করিয়া দেন এবং পূর্বের ভাতা ফেরত দিতে বলেন। স্বীকৃত মতে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে ৬৯/৮৯ নম্বর আই, আর ও মোকদ্দমা দাখিল করেন। উহা উক্ত আদালতে রক্ষণীয় নয় বিধায় এবং পক্ষ দোষে দুষিত হওয়ায় উক্ত মোকদ্দমা খারিজ করা হয়। উক্ত মোকদ্দমার রায়, প্রদর্শনী ৮ চিহ্নিত হইয়াছে। প্রথম পক্ষগণ ইং ১১-২-৮৫ তারিখের আদেশ অবৈধ ঘোষণা এবং তাহাদের জেনারেটর ভাতা চলিতে থাকার প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। জেরার সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী প্রকৃত পক্ষে প্রথম পক্ষের কোন বক্তব্যই চ্যালেঞ্জ করেন নাই। প্রথম পক্ষের সাক্ষী নির্দিষ্টভাবে তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, ইং ১১-২-৮৫ তারিখের আদেশ সম্পূর্ণ বে-আইনী ও অবৈধ। উক্ত বক্তব্যও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জেরার সময় চ্যালেঞ্জ করেন নাই। এমন কি প্রথম পক্ষের সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে যে, প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন উহা ২য়ঃ পক্ষ চ্যালেঞ্জ করেন নাই। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষগণ কর্তৃক চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে দায়েরকৃত ৬৯/৮৯ নং মোকদ্দমা উক্ত আদালতে রক্ষণীয় নয় বিধায় এবং বোর্ডের হেড অফিসকে পক্ষ না করায় মোকদ্দমাটি খারিজ করা হয়। কিন্তু বর্তমান মোকদ্দমা সঠিক আদালতেই দায়ের করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় পক্ষগণকে এই মোকদ্দমায় পক্ষ করা হইয়াছে।

তাহাছাড়া যুক্তি তর্ককালীন সময়ে ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উক্ত বিষয়ে বা প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা চ্যালেঞ্জ করেন নাই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সেচ, পানি, ও বন্যানিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের ১ নং শাখা হইতে ইং ২৭-৪-৯৪ তারিখের বনি-১ বিবিধ-৪৭/৯২/১৬২ নং স্মারক, প্রদর্শনী-৯এ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রকৌশলী একাডেমী কাপ্তাইয়ে কর্মরত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক প্রাপ্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভাতা/বিদ্যুৎ ঘর ভাতা প্রদানের এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারী যাহারা উক্ত একাডেমীতে কর্মরত আছেন তাহাদের বেলায়ও একই সময় হইতে অনুরূপ ভাতা প্রদানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মতিজ্ঞাপন করিতেছেন। উক্ত মন্ত্রণালয় হইতে সার্কুলার ইস্যু করা হইয়াছে বিধায় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী প্রথমপক্ষের মোকদ্দমা চ্যালেঞ্জ করেন নাই। উপরোক্ত অবস্থায় এই মোকদ্দমা দুইটি রক্ষণীয় এবং প্রথম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনামতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং আদেশ হইল যে,--

এই মোকদ্দমাটি দোতরফাসূত্রে মঞ্জুর হইল। দ্বিতীয় পক্ষগণ কর্তৃক ইং ১১-২-৮৫ ইং তারিখের ইস্যুকৃত পত্র অবৈধ ঘোষণা করা হইল। প্রথম পক্ষগণকে ২য়ঃ পক্ষগণ কর্তৃক তাহাদের স্বীকৃত অধিকারে ও আইনসংগত পাওনা সংরক্ষণের আদেশ পূর্বৎ বহাল রাখার নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।
তারিখ ১৪-৬-৯৪ ইং

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং—২/১৯৯৩

এ, বি, এম, বাহমুদুল হক,
মাষ্টার এম টি ডাইনামিক,
প্রকল্পে বাংলাদেশ রেডিও হাউস,
বসুরহাট, কলেজ রোড,
পোঃ বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ,
জিলা নোয়াখালী।

.. .. — .. .. .. প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ইউনিয়ন শিপিং লাইন্স (প্রাঃ) লিঃ,
৩০/৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা, প্রতিনিধিত্বে—ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

(২) অপারেশন ম্যানেজার,
ইউনিয়ন শিপিং লাইন্স (প্রাঃ) লিঃ,
৩০/৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা।

(৩) ম্যানেজার,
ইউনিয়ন শিপিং লাইন্স (প্রাঃ) লিঃ,
৫৬, আগ্রাবাদ বা/এ,
জীবন বীমা ভবন, চট্টগ্রাম।

.. .. দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া, জেলা ও দায়রা জজ, চেয়ারম্যান।

জনাব এ, কে, এম, জব্বার খান, সদস্য।

জনাব মজুরুল আহসান, সদস্য।

রায়ের তারিখ : ১৯-০৫-৯৪ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, ১ম পক্ষ ইং ২-৬-৮৪ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষগণের অধীনে প্রথম শ্রেণীর মাষ্টার পদে এম টি ডাইনামিক জাহাজে কর্মরত আছেন। প্রথম পক্ষ অসুস্থতার কারণে ইং ৪-৮-৯২ তারিখ হইতে ৩ মাসের জন্য ছুটিতে যান এবং ইং ২-৮-৯২ তারিখে উক্ত ছুটি মঞ্জুর হয়। প্রথম পক্ষের মাসিক মজুরী ১৬,৫০০ (ষোল হাজার পাঁচশত টাকা) এবং মাসিক খোরাকী ভাতা ছিল ৫০০ টাকা। প্রথম পক্ষ ছুটিতে যাওয়ার সময় দ্বিতীয় পক্ষ তাহার জুলাই মাসের মজুরী প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষ ইং ৭-৯-৯২ তারিখ জুলাই মাসের মজুরীর জন্য আসিলে ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ জুলাই মাসের ও আগষ্ট মাসের ৩ দিনের মজুরী বাবদ ১৮,১৫০ টাকা প্রদানের জন্য ঢাকা অফিসকে নির্দেশ দেন। কিন্তু ঢাকা অফিসে আসিলে হিসাব বিভাগ প্রথম পক্ষকে মজুরী প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষ ঢাকা অফিসে আসিলে ঢাকা অফিসের ম্যানেজার ইং ১৪-৯-৯২ তারিখে তাহাকে একটি অভিযোগ পত্র প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া অভিযোগ পত্রের জবাব ইং ২০-৯-৯২ তারিখে ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট দাখিল করেন। উক্ত জবাব দাখিলের পর দ্বিতীয় পক্ষ আর কোন কিছু করেন নাই। ছুটি শেষ হওয়ার পর প্রথম পক্ষ ইং ৮-১১-৯২ তারিখ ডাক্তারের নিকট হইতে ফিটনেস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া ১১-১১-৯২ তারিখ প্রধান কার্যালয়ে জনাব মজিবর রহমানের নিকট দাখিল করেন। কিন্তু জাহাজ তখন ঢাকায় ডকে ছিল। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের যোগদান পত্র গ্রহণ না করিয়া তিনি উক্ত তারিখেই উহা রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ অফিসে নাই এই অজুহাতে চিঠি রাখেন নাই। উহার পর প্রথম পক্ষ অফিসে যাইয়া দ্বিতীয় পক্ষগণের সহিত দেখা করিয়া যোগদান পত্র গ্রহণ ও বকেয়া মজুরী প্রদানের অনুরোধ জানান। কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। প্রথম পক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বাসায় গিয়াও কোন ফল পান নাই। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষ বকেয়া মজুরীসহ কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদানের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা দাখিল করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব দাখিলে ১ ও ৩ নং ২য় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে তাহাদের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার নাই এবং পক্ষদোষে মোকদ্দমাটি অচল। প্রথম পক্ষ একজন কর্মকর্তা হওয়ায় এবং তিনি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিকের পর্যায়ে না পড়ায় এই মোকদ্দমা আইনের চোখে অচল। আর প্রথম পক্ষ বর্তমানে চাকুরীতে না থাকায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের এর কোন আইনগত অধিকার নাই। প্রথম পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবেই মৌখিকভাবে পদত্যাগ করিয়াছেন। ইং ২-৮-৯২ তারিখ ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রথম পক্ষ তাহার সমস্ত প্রাপ্য বুঝিয়া নিয়াছেন। ৩ নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইং ১৪-৯-৯২ তারিখের অভিযোগ পত্রের কোন জবাব প্রথম পক্ষ দেন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষগণের প্রতিষ্ঠানে ২নং ২য় পক্ষের নামে কোন পদ নাই। তাই ২নং ২য় পক্ষের নিকট জবাব দাখিল সংক্রান্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। প্রথম পক্ষ কখনোই দ্বিতীয় পক্ষগণের কার্যালয়ে যোগদানপত্র দাখিল করেন নাই এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বাসায়ও যান নাই। প্রকৃত ঘটনা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ৩-৬-৮৪ তারিখে চাকুরীতে যোগদান করিয়া প্রথম হইতেই নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয় জানিতে পারিয়াছেন বিধায় প্রথম পক্ষ তাহার অসদাচরণের দায় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইং ৪-৮-৯২ তারিখ একখানা ছুটির দরখাস্ত রাখিয়া চলিয়া যান এবং তাহার বেতন ভাতাদি বুঝিয়া নিয়া মৌখিকভাবে জানাইয়া যান যে, তিনি আর চাকুরী করিবেন না। পরবর্তীতে ইং ১৪-৯-৯৪ তারিখ ৩ নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের অসদাচরণের জন্য তাহাকে কারণ দর্শানো হইলে তখনই তিনি কোন উপায় না দেখিয়া তথাকথিত ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে যোগদান পত্র প্রেরণ করেন। জনাব মজিবর রহমানের নিকট যোগদান পত্র দাখিল এবং কাজে যোগদানের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সংগে দেখা করার উক্তি মিথ্যা এবং বানোয়াট। আর প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিকের সংজ্ঞা বহির্ভূত বিধায় তাহার অত্র মামলা দায়েরের আইনগত কোন অধিকার নাই। তাই উপরের অবস্থার আলোকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত মোকদ্দমাটি খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিকের সংজ্ঞাভুক্ত কি ? এবং তাহার দায়েরকৃত এই মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয়—১ ও ২ :

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল।

প্রথম পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে প্রথম পক্ষ নিজে অর্থাৎ এ, বি, এম মাহমুদুল হক এইমর্মে জবানবন্দি করেন যে, ইং ২-৬-৮৪ তারিখ তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে মাষ্টার হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং তাহার মাসিক মজুরী ছিল ১৬,৫০০ টাকা এবং খোরাকী ভাতা ছিল ৫০০ টাকা। ইং ২-৮-৯২ তারিখ হইতে তিনি ৩ মাসের ছুটিতে

যান। ইং১৪-৯-৯২ তারিখ তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। তাহাকে ১৯৯২ সালের জুন মাসের মজুরী প্রদানের পরে আর কোন মজুরী প্রদান করা হয় নাই। ছুটি ভোগের পর ইং ১১-১১-৯২ তারিখ তিনি কাজে যোগদান করিতে গেলে তাহারা যোগদান পত্র গ্রহণ করা হয় নাই এবং রেজিষ্ট্রি ডাক-যোগে যোগদান পত্র পাঠান হইলেও উহা রাখেন নাই। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় চাকুরী ছাড়েননি এবং ডাক্তারের পরামর্শে ছুটি নিয়াছিলেন। আর তাহার জবাব দাখিলের পর কোন তদন্ত হয় নাই। তাহাকে বে-আইনীভাবে দ্বিতীয় পক্ষ চাকুরীতে যোগদান করিতে দিতেছে না। তিনি এই মর্মেও জবানবন্দি করেন যে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় নাই। তিনি বকেয়া বেতনসহ কাজে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। তাহার ম্যানেজারিয়াল বা প্রশাসনিক কোন ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষ হইতে তাহাকে এইমর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, ২নং দ্বিতীয় পক্ষের কোন পোষ্ট ২য় পক্ষের শিপিং লাইনে নাই। উক্ত বিষয় তিনি অস্বীকার করেন তবে তিনি স্বীকার করেন যে, ইং ৩-৮-৯২ তারিখের টাকা বুঝিয়া নিবার রশিদ (প্রদর্শনী-ক) এর দস্তখত তাহার। এবং তাহাকে ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ কারণ দর্শাইতে বলিলেও তিনি ২নং ২য় পক্ষের নিকট জবাব দাখিল করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, কোম্পানীর নির্দেশে তিনি লস্করকে কারণ দর্শাইতে বলেন। দায়িত্ব বুঝিয়া নিবার পত্র, প্রদর্শনী (গ) তিনি পাঠাইয়াছিলেন মর্মেও স্বীকার করেন।

অপরদিকে ১ ও ৩নং দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ জবানবন্দি করেন। তিনি এইমর্মে বক্তব্য রাখেন যে, ২নং দ্বিতীয় পক্ষের নামীয় কোন পক্ষ তাহাদের অফিসে নাই। প্রথম পক্ষ চাকুরীতে থাকাকালীন বিভিন্ন সময় অসদাচরণ করার অভিযোগে তাহারা পান। উক্ত বিষয় জানার পর ইং ২-৮-৯২ তারিখ প্রথম প্রথম পক্ষ একটা ছুটির দরখাস্ত দেন এবং ইং ৩-৮-৯২ তারিখ বকেয়া পাওনা নিয়া চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যান। ইং ১৪-৯-৯২ তারিখ বিভিন্ন অভিযোগে প্রথম পক্ষকে কারণ দর্শাইতে বলা হইলেও তিনি কারণ দর্শান নাই। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে প্রথম পক্ষ তাহাদের অফিসে কর্মকর্তা ছিল এবং প্রদর্শনী-(খ) এর এবং প্রদর্শনী-(গ) উহার প্রমান। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, প্রদর্শনী-(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা কোন একশন নেন নাই এবং প্রথম পক্ষ প্রদর্শনী-(ক) বাদে কোন লিখিত পদ-ত্যাগ পত্র দাখিল করেন নাই।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক কিন্তু অফিসার নন। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ২১ ডি, এল, আর, এর ২৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত এবং ৩১ ডি, এল, আর এর ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমা দুইটির সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। অপরদিকে ১নং ও ৩নং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ কর্মকর্তা বিধায় শ্রমিক হিসাবে এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার তাহার নাই। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল এবং স্বেচ্ছায় সে চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ ইং ২-৬-৮৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন এমটি ডাইনামিক এর মাষ্টার হিসাবে যোগদান করেন। উক্ত জাহাজের মাষ্টার কর্মকর্তা (অফিসার) অথবা শ্রমিক কিনা ইহাই বিচার্য্য বিষয়। প্রথম পক্ষ জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন যে, ইং ১১-৮-৯০ তারিখে তিনি কোম্পানীর নির্দেশে লস্করকে কারণ দর্শাইতে বলেন। একজন শ্রমিককে আর একজন শ্রমিক কর্তৃক কারণ দর্শাইতে বলার কোন অধিকার বা সুযোগ নাই। একমাত্র কর্মকর্তাই তাহার অধীনস্থদের কারণ দর্শাইতে বলিতে পারেন। প্রথম পক্ষ যে, এম, টি, ডাইনামিক জাহাজের লস্কর মো: আসাদুজ্জামানকে কারণ দর্শাইতে বলিয়াছেন, প্রদর্শনী-(খ) উহার প্রমাণ। তাছাড়া প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইউনিয়ন শিপিং লাইন্স লি: ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে লেখা পত্র, প্রদর্শনী (গ) প্রমাণ করে যে, প্রথম পক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। তাছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের সাক্ষীও জেরার সময় বলিয়াছিলেন যে তাহাদের কোম্পানীতে মোট ১১ জন কর্মচারী এবং ৪ (চার) জন কর্মকর্তা আছে। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী তাহার বক্তব্যের সমর্থনের যে দুইটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন উহা বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কারণ সেখানে বলা হইয়াছে যে একজন শ্রমিক সাময়িক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিলেও তাহাকে প্রশাসনিক অফিসার হিসাবে গণ্য করা যাইবে না। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষকে জাহাজের মাষ্টার হিসাবে নিয়োগদান করা হইয়াছে এবং মাষ্টারের অধীনে জাহাজে অন্যান্য শ্রমিকও আছে। তাছাড়া আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কোন অফিসার বা কর্মকর্তাই শুধু তাহার অধীনস্থ শ্রমিককে কারণ দর্শাইতে বলিতে পারেন। তাছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, ২নং দ্বিতীয় পক্ষের কোন পদ দ্বিতীয় পক্ষের কোম্পানীতে নাই। উক্ত পদ যে কোম্পানীতে আছে এমন কোন প্রমাণ ১ম পক্ষ দাখিল করিতে পারেন নাই। তাই প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট জবাব দাখিল করা হইতে প্রমাণিত হয় না যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় পক্ষের নিকট জবাব দাখিল করিয়াছেন তাই দেখা যায় যে, শ্রমিক হিসাবে প্রথম পক্ষের দাখিলকৃত এই মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে পারে না এবং misjoinder of party দোষেও মোকদ্দমাটি দুষিত।

দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ চাকুরীতে থাকাকালীন বিভিন্ন সময় অসদাচরণ করার অভিযোগ দ্বিতীয় পক্ষের গোচরীভূত হওয়ার পর প্রথম পক্ষ ইং ২-৮-৯২ তারিখ একটি ছুটির দরখাস্ত করেন এবং ইং ৩-৮-৯২ তারিখ তিনি বকেয়া পাওনা নিয়া চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যান। প্রদর্শনী-(১) হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ইং ২-৮-৯২ তারিখ হইতে বিনা বেতনে ৩ মাসের ছুটি মঞ্জুর করা হয়। প্রদর্শনী-(২) হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ইং ১৪-৯-৯২ তারিখ কারণ দর্শাইতে বলা হইয়াছে। প্রদর্শনী-(৩) হইতে দেখা যায় যে, ইং ২০-৯-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষ কারণ দর্শাইয়াছেন। কিন্তু আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, ২নং দ্বিতীয় পক্ষের কোন পদ নাই বিধায় তাহার নিকট কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত কোন কারণ থাকিতে পারে না। প্রদর্শনী-(৪) প্রমাণ করে যে, ইং ১১-১১-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষ ডাক্তারের নিকট হইতে ফিটনেস সার্টিফিকেটসহ কাজে যোগদানের প্রার্থনা করেন। আর প্রদর্শনী

(৬) হইতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ এম টি ডাইনামিক জাহাজের মাষ্টারকে ইং ২১-৪-৮৫ তারিখ দুইখানা সাদা লেটার প্যাডে দস্তখত করিতে বলিয়াছেন। প্রদর্শনী-(ক) হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ইং ৩-৮-৯২ তারিখ জুলাই ও আগষ্ট মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত মজুরী ও খোরাকী ভাতা বাবদ মোট ১৮১৫০ (আঠার হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা চূড়ান্ত বেতন ও ভাতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে আরও উল্লেখ আছে যে কোম্পানীর নিকট তাহার আর কোন পাওনা নাই এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ইং ৪-৮-৯২ তারিখ হইতে তিনি আর কাজ করিতে ইচ্ছুক নহে। প্রদর্শনী-(ক) হইতে আরও দেখা যায় যে, উহার উপরের অংশ এবং নিচের অংশ ভিন্ন ভিন্ন কালিতে টাইপ করা হইয়াছে এবং উপরের ও নিচের মধ্যে বেশ ফাকা আছে। প্রকৃতই প্রথম পক্ষ ইং ৩-৮-৯২ তারিখ চূড়ান্ত পাওনা হিসাবে ১৮,১৫০ (আঠার হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে উক্ত রশিদের উপরের এবং নিচের অংশ ভিন্ন ভিন্ন কালিতে টাইপ করা হইত না। তাছাড়া মাঝখানে অনেক ফাকা থাকার যুক্তিসংগত কারণ দেখি না। আর ১৮,১৫০ টাকা গ্রহণের পরে সেখানে রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প না থাকারও কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। আর পূর্বেই আমি আলোচনা করিয়াছি যে, প্রদর্শনী-(৬) প্রমাণ করে যে, কোম্পানী প্রথম পক্ষের নিকট হইতে সাদা কাগজে দস্তখত নিয়াছেন। তাই প্রদর্শনী-(ক) যে পরবর্তীতে সৃষ্টি করা হইয়াছে উহা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে। তাছাড়া প্রথম পক্ষ স্বাস্থ্যগত কারণে আর চাকুরী করিবে না মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে চূড়ান্ত পাওনা যদি ইং ৩-৮-৯২ তারিখ বুঝিয়া নিয়া থাকেন তবে তাহাকে পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৪-৯-৯২ তারিখ কারণ দর্শাইতে বলারও যুক্তিসংগত কোন কারণ নাই। আর প্রথম পক্ষকে কারণ দর্শাইতে বলার পরে তাহাকে যে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই এবং দ্বিতীয় পক্ষেরও নির্দিষ্ট কোন মোকদ্দমাও নাই যে, প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তাই প্রথম পক্ষকে বিনা বেতনে ইং ২-৮-৯২ তারিখ হইতে ৩ মাসের ছুটি মঞ্জুর করার পরে উক্ত ছুটি শেষে ডাক্তারের প্রদত্ত ফিটনেস সার্টিফিকেটসহ পথম পক্ষ হাজির হইয়া কাজে যোগদানের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে না। তাই প্রথম পক্ষ বকেয়া বেতনসহ কাজে যোগদানের অনুমতি পাইতে পারেন। কিন্তু আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে প্রথম পক্ষ কর্মকর্তা বিধায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানমতে এই মোকদ্দমা দায়ের করার তাহার কোন অধিকার নাই।

তাই উপরোক্ত আলোচনার আলোকে প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইলেও তাহারা কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি আইনের চোখে অচল বিধায় বিনা খরচায় খারিজ হইল।

(স্বাঃ আব্দুর রব মিয়া)
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও কেস নং ৩৭/৯৩

ঢাকা কটন মিলস শ্রমিক ইউনিয়ন
স্বত্বাধিকারী, সাধারণ সম্পাদক,
অফিস পোস্তগোলা, ঢাকা।

.. .. দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) মিল ইন-চার্জ,
ঢাকা কটন মিলস লিমিটেড,
পোস্তগোলা, ঢাকা।

(২) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন,
প্রতিনিধিত্বকারী, চেয়ারম্যান বস্ত্র ভবন,
৭/৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।

(৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
প্রতিনিধিত্বকারী, সচিব,
বস্ত্র মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

. . . . প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত—আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।

জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।

জনাব ফজলুল হক মন্টু (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ :

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এই যে, দরখাস্তকারী ঢাকা কটন মিলস লিমিটেড-এর শ্রমিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক (রেজিঃ নং ৮৭৯)। ১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ইং ২৬-৬-৯৩ তারিখের নোটিশের কাঁচামাল ক্রয়ের অক্ষমতা জনিত লোকসান এবং মিলের আর্থিক সংকটের কারণে ৩ (তিন) দিনের জন্য মিলটি লে-অফ ঘোষনা করা হয়। ৩ (তিন) দিনের পরেও মিলটি চালু হইবার কোন সম্ভাবনা নাই

মর্মে জানাইয়া লে-অফ সময়ে শ্রমিকদেরকে মিলে হাজিরা প্রদান না করার পরামর্শ দেন। আসল উদ্দেশ্য ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এবং শ্রমিক কর্মচারীদের আইনানুগ অধিকার এবং দাবী হইতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষগণ লে-অফ এর ছত্রছায়ায় মিলটি বিক্রি করার জন্য ইং ২৬-৬-৯৩ তারিখ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করেন এবং ইং ৯-৮-৯৩ তারিখ দরপত্র দাখিল ও খোলার দিন ধার্য করেন। প্রকৃত পক্ষে মিলে কাঁচা মালের কোন অভাব নাই এবং অর্থাভাব নাই। মিলটিতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৩ (তিন) কোটি টাকার কাঁচামাল ও পন্য মজুদ আছে। তাই লে- অফের নোটিশ বে-আইনী ও উদ্দেশ্য-মূলক বিধায় উহা বাতিলযোগ্য। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট ম্যাটার নং ৩২/৬৮ এবং ৩০/৬৯এ, প্রদত্ত ইং ২৫-২-৭২ তারিখের রায় ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা কটন মিলস লিমিটেড প্রকৃত মালিক এই দরখাস্তকারী এবং সরকারের বিজাতীয়করন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই মিলটি দরখাস্তকারী পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু তৎসত্বেও উদ্দেশ্যমূলক এবং বে-আইনীভাবে দরখাস্তকারী শ্রমিকদেরকে লে-অফ ঘোষনা করা হয়। ইং ২৬-৬-৯৩ তারিখের নোটিশের মাধ্যমে ৩ দিনের ঘোষিত লে-অফ এর পর আর কোন আদেশ বা নোটিশ জারী হয় নাই। দরখাস্তকারী লে-অফ প্রত্যাহার করার জন্য ইং ৮-৭-৯৩ তারিখ ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট লিখিত অনুরোধ জানাইলেও অদ্যাবধি বে-আইনী লে-অফ এর আদেশ প্রত্যাহার করা হয় নাই। বে-আইনী লে-অফ প্রত্যাহার করিয়া নেওয়ার জন্য আদেশ জারী করা একান্ত প্রয়োজন অন্যথায় শ্রমিক কর্মচারীদের অপূরনীয় ক্ষতি হইবে। বে-আইনী লে-অফের আশ্রয় নিয়া প্রতিপক্ষগণ মিলের শ্রমিকগনের ন্যায্য দাবী ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্য প্রতিপক্ষগণ এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন বিধায় শ্রমিকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া ইং ৬-৭-৯৩ তারিখের ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দরখাস্তকারী এই মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উপোরিলিখিত অবস্থায় দরখাস্তকারী লে-অফ বে-আইনী ঘোষনা করত: মিলের সকল শ্রমিক কর্মচারীগণকে বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ নিজ নিজ কাজে যোগদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদানের জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের বা দরখাস্তকারী পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষগণ লিখিত জবাব দাখিলে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে প্রতিপক্ষদ্বয়ের মামলা এই যে, দরখাস্তকারীর এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ বা অধিকার নাই এবং আইনের বিধান মতে মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না। মোকদ্দমাটি সম্পূর্ন বে-আইনী এবং হয়রানিমূলক। ১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২ নং ২ প্রতিপক্ষের নির্দেশে ১ নং প্রতিপক্ষ ইং ২৬-৬-৯৩ তারিখে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের (৬) ধারার বিধান মতে ঢাকা কটন মিলস লি: লে-অফ ঘোষনা করা হয় এবং উহা আইনসংগতভাবেই করা হইয়াছে। যে সমস্ত কারণে মিল লে-অফ ঘোষনা করা হইয়াছে তাহা লে-অফ নোটিশে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আইন-সংগতভাবেই করা হইয়াছে। ৩ দিন পরেও মিলটি চালু হইবার সম্ভাবনা না থাকায় ইং ২৬-৬-৯৩ তারিখে শ্রম আইনের বিধান মতে লে-অফ করা হইয়াছে। উপরোক্ত বিষয় দরখাস্তকারী সম্পূর্ন জানা সত্বেও বে-আইনীভাবে এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। মিলটি কাঁচামাল ক্রয়ের অক্ষমতা, ক্রমাগত লোকসান এবং আর্থিক সংকটজনক পরিস্থিতির জন্যও লে-অফ করা হইয়াছে, শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্য হয় নাই। মিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের লে-অফ ঘোষনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাদীর এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার নাই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্র-পতির ১৯৭২ সালের ২৭ নং আদেশের ৪ ধারার বিধান মতে ইং ২৬-৬-৯৩ তারিখ হইতে ঢাকা কটন মিলস লি: এর একক মালিক বাংলাদেশ সরকার। ১৯৭২ সন হইতে মোকদ্দমা দাখিল করা পর্যন্ত মিলটির পুঞ্জিভূত লোকসান ১৫৩৭.৭৬ লক্ষ টাকা।

আর দরখাস্তকারী দরখাস্তে মিলের রক্ষিত কাঁচামাল ও মূলধনের যে পরিমান দেখানো হইয়াছে উহা দ্বারা ঢাকা কটন মিলের মত একটি বড় মিল চালানো যায় না। মিলটি চালু রাখিতে হইলে প্রতি মাসে ৩০০ বেল কাঁচা তুলার প্রয়োজন যাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। সামান্য কিছু সুতা কাপড় বিক্রয়ের জন্য মজুদ থাকিলেও বাজার মন্দার দরুন উহা বিক্রয় হইতেছে না। আর্থিক সংকটের কারণে মিলটি চালু রাখার প্রয়োজনীয় সুতাও ক্রয় করা সম্ভব হইতেছে না। মিলটি চালু রাখিতে হইলে কাঁচামাল, বিদ্যুৎ, শ্রমিকদের মজুরী ও অন্যান্য যাবতীয় খরচসহ গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা প্রয়োজন কিন্তু মূলধন তহবিল বলিতে কিছুই নাই। তাই সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সঠিকভাবেই মিলটি লে-অফ ঘোষনা করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী উপরোক্ত বিষয় অবগত থাকিয়াও কু-উদ্দেশ্য, কু-মতলব এবং হীনস্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য এই মিথ্যা, বানোয়াট ও হয়রানিমূলক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। প্রচলিত শ্রম আইন অনুসারেই মিলটি লে-অফ ঘোষনা করা করা হইয়াছে এবং শ্রমিকেরা যাহাতে আইন অনুসারে ন্যায্য পাওনা ও ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন সেই জন্য মহাব্যবস্থাপক ইং ১৩-৭-৯৩ তারিখের পত্রে শ্রমিকদের পাওনা প্রদান করিতে বলিয়াছেন। দরখাস্তকারী মিলটির কোন অবস্থায়ই মালিক হওয়ার প্রশ্ন উঠে না এবং মিল কর্তৃপক্ষ সঠিক ভাবেই এবং আইন অনুসারে মিল লে-অফ ঘোষনা করিয়াছে। আইনানুগভাবে লে-অফ এর নোটিশ জারী করা হইয়াছে বিধায় মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের আইনের বিধান মোতাবেক প্রাপ্য পাওনাদি পাইতে পারেন, অন্য কিছু নহে। মিলটি বহু যুগের পুরাতন এবং বর্তমান যুগে অচল। মিলটি ক্রমাগত লোকসান দিতে দিতে বর্তমান পর্যায়ে আর কিছু দিবার নাই। মিলটি চালু রাখিতে হইলে দৈনিক ১২ বেল, প্রতি মাসে ৩০০ বেল কাঁচা তুলার প্রয়োজন যাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। আর বিক্রয়ের জন্য মজুদ সুতা ও কাপড় মন্দা বাজারের কারণে বিক্রয় হইতেছে না। এই সমস্ত কারণেই মিলের শ্রমিকদের মজুরী প্রদানে বিলম্ব হইতেছে। মিলটি চালু রাখিতে হইলে গড়ে প্রতি মাসে ৮৮'০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে কিন্তু মিলটিতে মূলধন তহবিল বলিতে কিছুই নাই। তাই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিলটি লে-অফ ঘোষনা করা হইয়াছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তাই উপরোক্ত অবস্থায় দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) ঢাকা কটন মিলস লিঃ লে-অফ ঘোষনার আদেশ বে-আইনী উদ্দেশ্য প্রণোদিত কি?

(৩) দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয়—১, ২ ও ৩:

আলোচনার সুবিধার্থে এই বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে লওয়া হইল।

উভয় পক্ষ তাহাদের মোকদ্দমার সমর্থনে মাত্র একজন করিয়া স্বাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। দরখাস্তকারী-আবুল মনসুর এই মর্মে জবানবন্দি করেন যে, তিনি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা কটন মিলে ৯৮২ জন শ্রমিক আছে। ইং ২৬-৬-৯৩ তারিখ মিল কর্তৃপক্ষগণ যে সমস্ত কারণ দেখাইয়া মিল লে-অফ ঘোষণা করেন উহা সত্য নয়। সেই সময় যে সমস্ত কাঁচামাল এবং ফিনিসগুডস মজুদ ছিল উহা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে মিল পরিচালনা করা যাইত। প্রতিপক্ষগণ মিলটি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে লে-অফ ঘোষণা করেন-শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করার জন্য। একই তারিখ অর্থাৎ ইং ২৬-৬-৯৩ তারিখ মিলটি বিক্রির জন্যও টেণ্ডার আহবান করা হয় (প্রদর্শনী-২)। তিনি আরও জবানবন্দি করেন যে, ইং ১৩-৭-৯৩ তারিখের নোটিশে (প্রদর্শনী-৩) শ্রমিকদের পাওনা মিটায়ে দেওয়ার জন্য হিসাব তলব করেন। বে-আইনী লে-অফের বিরুদ্ধে তিনি মিল ইনচার্জের নিকট ইং ৮-৭-৯৩ তারিখের নোটিশ, (প্রদর্শনী-৪) প্রদান করেন। কিন্তু প্রতি পক্ষ উহার প্রতিকার করেন নাই। ইং ৬-৭-৯৩ তারিখের সভায় তাহাকে মামলা করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় মর্মেও জবানবন্দি করেন (প্রদর্শনী-৫)। তিনি লে-অফ প্রত্যাহারপূর্বক বকেয়া মজুরীসহ শ্রমিকদের কাজে যোগদান এর প্রার্থনা করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, ১৯৮১-৮২ সালে লাভও হয়েছে লোকসানও হয়েছে-তবে লোকসান হয়েছে ষড়যন্ত্রের কারনে। কিন্তু এই মামলা করার পূর্বে ষড়যন্ত্রের কথা তিনি কাহাকেও জানান নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৫-৮৬ সনে মিলে লাভ হয়েছে কিনা তিনি জানেন না-তবে ১৯৮৫-৮৬ সনে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকা লোকসানের কথা তিনি জানেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ১৯৯২ সনেও লাভ হয়নি এবং ১৯৮৬-৮৭ সনে লোকসানের খবর তিনি জানতেন না। মিল চালাতে দৈনিক ১০/১২ বেল তুলা প্রয়োজন হয় মর্মেও তিনি স্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, মিল চালাতে অন্যান্য খরচ বাদে মাসিক মজুরী ২২-২৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। আর বর্তমানে মিলের দেনা কত আছে-তাহা তিনি জানেন না।

প্রতিপক্ষের ১নং স্বাক্ষী হিসাবে মো: আলাউদ্দিন, সহকারী হিসাব রক্ষক, ঢাকা কটন মিল-এই মর্মেও জবানবন্দি করেন যে, তিনি ইং ১-৩-৮৭ তারিখ ঢাকা কটন মিলে যোগদান করেন এবং সেই সময় মিলে শ্রমিক ছিল ১০৪০ জন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, প্রতিদিন মিলে ১০/১২ বেল তুলার প্রয়োজন এবং বিভিন্ন খাতে মাসিক খরচ অনুমান ৯০ লক্ষ টাকা। ইং ২৬-৬-৯৩ তারিখ ভোর ৬টা হইতে মিলটি লে-অফ ঘোষণা করা হয়। তিনি উক্ত লে-অফের নোটিশ (প্রদর্শনী-ক) প্রমাণ করেন। যে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিলটি লে-অফ ঘোষণা করা হয় তিনি উহাও আদালতে দাখিল করেন যাহা (প্রদর্শনী-খ) চিহ্নিত হইয়াছে। লে-অফের সময় সীমা বর্ধিত করা হয়-তিনি উক্ত বর্ধিত

করার জন্য নোটিশ, (প্রদর্শনী-গ) সিরিজ প্রদান করেন। ক্রমাগত লোকসানের কারনে মিলটি লে-অফ ঘোষণা করা হয় মর্মেও তিনি বক্তব্য রাখেন। উৎপাদিত মাল বিক্রি না হওয়ায় এবং অন্যান্য কারনে লে-অফ ঘোষণা করা হয়। ১৯৮১-৮২ সাল হইতে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত ১১ (এগার) বৎসরে অডিটের ব্যালেন্স সীট তিনি দাখিল করেন, যাহা (প্রদর্শনী-ঘ) সিরিজ চিহ্নিত হইয়াছে। বাকী অডিট এখনও শেষ হয় নাই মর্মেও তিনি জবানবন্দি করেন। আর মিলটি বিক্রির জন্য ইং ২৬-৬-৯৩ তারিখ আন্তর্জাতিক টেণ্ডার আহবান করা হয়। তিনি আরও জবানবন্দি করেন যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা করার আইনগত কোন অধিকার নাই এবং তিনি কোন প্রতিকার পাইতে পারে না। দরখাস্তকারী পক্ষ হইতে তাহাকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, মিলে উৎপাদন বিভাগে ৮টা বিভাগের মধ্যে শুধু উইভিং বিভাগ বাদে বাকী বিভাগ গুলিতে লাভ হয়, উক্ত বিষয়ে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, শ্রমিকদের প্রতি মাসে ২২-২৪ লক্ষ টাকা মজুরী প্রদান করা হয় এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি মাসে ৩,৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, একই তারিখ লে-অফের নোটিশ এবং মিল বিক্রির আন্তর্জাতিক টেণ্ডার আহবান করা হয়। দরখাস্তকারী পক্ষের প্রধান বক্তব্য এই যে, মিলটি সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে লে-অফ ঘোষণা করা হইয়াছে। শুধু শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্য।

অপরদিকে প্রতি পক্ষের নিদিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, ক্রমাগত লোকসানের কারনে কর্তৃপক্ষ মিলটি লে-অফ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যুক্তিতর্ক কালীন সময়ে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, মিলটি লে-অফ ঘোষণা করার বৈধ কোন কারন নাই এবং শুধু শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য মিলটি লে-অফ এর ঘোষণা করা হইয়াছে। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, একই তারিখে লে-অফ এর নোটিশ এবং মিল বিক্রির আন্তর্জাতিক টেণ্ডার আহবান করা হইতেই প্রমানিত হয় যে, লে-অফ ঘোষণার পিছনে অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। উৎপাদন বিভাগের ৮টির মধ্যে শুধু একটি বিভাগে লোকসান হয় এবং বাকী ৭টি বিভাগে লাভ হয়।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, মিলটি ইং ২৬-২-৭২ তারিখ রাষ্ট্রপতির আদেশে জাতীয়করণ করা হয় এবং মিলটি যে ক্রমাগত লোকসান দিয়া আসিতেছে, প্রদর্শনী-(ঘ) সিরিজ হইতেই উহা প্রমানিত হয়। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৬(১) ধারার বিধান লে-অফ ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান অনুযায়ী বর্তমান মোকদ্দমাটি আইনত চলিতে পারে না। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ১ বিসিআর (এডি) এর ৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত, ৩০ ডি, এল, আর এর ২৫৯ ও ৩৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত ২৯ ডি, এল, আর এর ১৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত, ৪২ ডি, এল, আর এর ৩৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত এবং ৪৫ ডি, এল, আর এর ২৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হয়। অপর পক্ষ দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

স্বীকৃত মতে দরখাস্তকারী ঢাকা কটন মিল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এই মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু ২৯ ডি, এল, আর এর ১৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত সিদ্ধান্ত এবং ৩০ ডি, এল, আর এর ৩৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকে ঢাকা কটন মিলের সমস্ত শ্রমিকদের পক্ষে শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দরখাস্তকারীর এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন লোকাস ষ্ট্যান্ডি (locusstandi) নাই। আর উক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইবারও কোন যুক্তিসংগত কারন নাই। আর শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৬(১) ধারার বিধান মতে দ্বিতীয় পক্ষ মিলটি লে-অফ ঘোষণা করিতে পারেন। তাছাড়া মিলটি জাতীয়করণ এর পর হইতে যে ক্রমাগত লোকসান দিয়া আসিতেছে উহা প্রমান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ হইতে প্রদর্শনী-(ঘ) সিরিজ দাখিল করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-(ঘ) সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, মিলটি বৎসরের পর বৎসর লোকসান দিয়া যাইতেছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হইতে যদিও বলা হইয়াছে যে ৮টি বিভাগের মধ্যে ৭টিতেই লাভ হয় এবং শুধু একটি বিভাগে লোকসান হয়। কিন্তু উক্ত বিষয় প্রমান করার জন্য দরখাস্তকারীর পক্ষ হইতে কোন কিছু দাখিল করা হয় নাই। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৬(১) ধারার বিধানে অন্যান্য কারন ছাড়াও মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যে কোন কারনে মালিক তার শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে কোন অংশ বা সম্পূর্ণ যে কোন মেয়াদের জন্য বন্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। ৪২ ডি, এল, আর এর ৩৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত এবং ৪৫ ডি, এল, আর এর ২৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত ও বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই দ্বিতীয় পক্ষ সরকারী আদেশে মিলটি যে লে-অফ ঘোষণা করিয়াছেন উহাতে বে-আইনী কিছু দেখি না। আর একই তারিখ লে-অফ ঘোষণার নোটিশ প্রদান এবং মিলটি বিক্রির আন্তর্জাতিক টেণ্ডার আহবান করার মধ্যেও বে-আইনী কিছু নাই।

উপরোক্ত আলোনচার আলোকে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলী এই মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ঢাকা কটন মিলস লিঃ লে-অফ ঘোষণা করার যুক্তিসংগত কারন থাকায় উহা বে-আইনী ও উদ্দেশ্যমূলক নয়। বিজ্ঞ-সদসদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে লিখিত বক্তব্য দাখিল করিয়াছেন যে, মামলাটি আইনের চোখে অচল এবং দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য লিখিত বা মৌখিক কোন মতামত প্রদান করেন নাই। অতএব উপরোক্ত অবস্থার আলোকে দরখাস্তকারী এই মোকদ্দমার কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

সুতরাং আদেশ হইল যে-
এই মোকদ্দমাটি বিনা খরচায় দোতরফা সূত্রে না মঞ্জুর করা হইল।

(আবদুর রব মিয়া)
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তাং ৯-৫-৯৪ ইং

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
৪ নং রাজউক এভিনিউ, শ্রম ভবন,
(৭ম তলা) ঢাকা।

কৌঃ মোঃ নং ৮/৯২

আবুল কালাম আজাদ,
পিতা মোঃ ফজলুর রহমান,
গ্রাম নলতা, পোঃ মুলফাতগঞ্জ,
উপজেলা নড়িয়া, জেলা শরিয়তপুর।

বনাম

(১) ডাঃ আবদুল্লাহ খান, মালিক,
সৃজনী প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস লিঃ
মেট্রোপলিটন ডেন্টাল ক্লিনিক,
১১৭/১ এলিফ্যান্ট রোড (দোতলা),
ঢাকা-১২০৫।

(২) মোঃ সুলতান আহম্মদ, মালিক, সৃজনী
প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস লিঃ, ১৩১, ডি, আই, টি,
এক্সটেনসন রোড, ঢাকা ১০০০।

(৩) মোঃ ফিরোজ আহম্মদ, মালিক, সৃজনী প্রেস
এণ্ড পাবলিকেশনস লিঃ, ৪০৩৮ জলাভবন,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সৃজনী প্রেস এণ্ড
পাবলিকেশন্স লিঃ, ১৩৫/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

—আসামীগণ।

উপস্থিত : অবদুর রব মিয়া, জেলা ও দায়রা জজ, চেয়ারম্যান।

জনাব তাহের আহম্মদ, সদস্য।

জনাব গোলাম মহিউদ্দিন, সদস্য।

রায়ের তারিখ-২১-৪-৯৪ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় একটি মোকদ্দমা সংক্ষেপে অভিযোগকারীর মোকদ্দমা এই যে, তিনি আসামীগণের পরিচালনাধীন সৃজনী প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস লিঃ এ একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু আসামীগণ ইং ৫-৮-৯০ তারিখ হইতে বাদীকে (অভিযোগকারীকে) কাজ হইতে বিরত রাখেন। তাই তিনি অত্র আদালতে ১০৩(ক)/৯০ নং আই, আর, ও মোকদ্দমা দাখিল করেন। বিজ্ঞ আদালত ইং ২৭-৪-৯২ তারিখ একতরফা সূত্রে মোকদ্দমাটি মঞ্জুর করেন এবং বাদীকে উক্ত তারিখ হইতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে ১৯৯০ সন হইতে

কাজে যোগদানের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া মজুরী ও ভাতা পরিশোধপূর্বক কাজে যোগদান করিতে দিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে (আসামীকে) নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু দ্বিতীয়পক্ষ বাদীকে (অভিযোগকারীকে) আদালতের নির্দেশ মোতাবেক কাজে যোগদান করিতে অনুমতি প্রদান না করিলে তিনি ইং ৩-৬-৯২ তারিখ পুনরায় কাজে যোগদানের জন্য রেজিষ্টি ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আসামীগণ বাদীকে (অভিযোগকারীকে) বকেয়া মজুরী প্রদানসহ কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান না করিয়া আদালতের আদেশ অমান্য করিয়াছেন। তাই বাদী আসামীদের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

১—৩ নম্বর আসামীগণ আদালতের সমন পাওয়ার পরে ইং ১-৯-৯২ তারিখ আদালতে হাজির হইয়া জামিন লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাহারা আদালতে উপস্থিত না হইলে তাহাদের অনুপস্থিতিতে ইং ২১-১-৯৩ তারিখ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। আর ৪ নং আসামী কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় বিধায় তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন করা সম্ভব হয় নাই। বিচারের দিন আসামীগণ হাজির না হইলে তাহাদের অনুপস্থিতিতে একতরফা শুনানী হয় এবং বাদীপক্ষ অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করেন। অভিযোগকারী এইমর্মে বক্তব্য রাখেন যে, ১০৩ (ক) ৯০ নং আই, আর, ও মোকদ্দমার আদেশ আসামীগণ তামিল না করার কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি আসামীদের শাস্তি প্রার্থনা করেন। আই, আর, ও কেস নং ১০৩ (ক) ৯০ এর রায়ের অনুলিপি প্রদর্শনী (২) হইতে দেখা যায় যে, আসামীগণকে উক্ত রায় ঘোষণার তারিখ ইং ২৭-৪-৯২ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বাদীকে ১৯৯০ সন হইতে কাজে যোগদানের দিন পর্যন্ত বকেয়া মজুরী ও ভাতা পরিশোধপূর্বক কাজে যোগদান করিতে দিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে (আসামী-) গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রদর্শনী (১) সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, বাদী (অভিযোগকারী) ১০৩ (ক)৯০ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমার নির্দেশ মোতাবেক তাহাকে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহার দরখাস্ত রেজিষ্টি ডাকযোগে আসামীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আসামীগণ আদালতের আদেশ তামিল করেন নাই। তাছাড়া আসামীগণ অত্র আদালত হইতে জামিন প্রাপ্ত হইয়াও অভিযোগকারীর অভিযোগ চ্যালেঞ্জ করিবার জন্য পরবর্তীতে হাজির হন নাই।

সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং আদেশ হইল যে,

এই ফৌজদারী মোকদ্দমাটি একতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। ১—৩ নম্বর আসামীগণ প্রত্যেককে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় অভিযোগে ৫০০·০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানা করা হইল। অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামীগণ জরিমানার টাকা প্রদান করতে ব্যর্থ হইলে প্রথম দিনের পর থেকে প্রতিদিনের জন্য প্রত্যেককে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

আবদুর রব মিয়া
জেলা ও দায়রা জজ,
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম
আদালত, ঢাকা।
তারিখ—২১-৪-১৯৯৪।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং-১০২/৯২

রওশন আলী,
ক্যামম্যান হেসিয়ান তাঁত,
টোকেন নং-১০৫০,
"ক" মিল নং-২,
আদমজী জুট মিলস লিঃ,
আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জ।

প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) জেনারেল ম্যানেজার,
আদমজী জুট মিলস লিঃ,
আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জ।

(২) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন,
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা।

দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত :-আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।

জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, সদস্য।

জনাব ফজলুল হক মন্টু, সদস্য।

রায়ের তারিখ : ১২/৪/৯৪ইং

রায়

ইহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (১৯৮০ সনে সংশোধিত) এর ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ২৫/২৬ বৎসর যাবত একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে হেসিয়ান (টোকেন নং-১০৫০) তাঁত বিভাগে কর্মরত আছেন। ১৯৭২ সনের প্রথম ভাগে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে পিছরেট তাঁতী কাজ হইতে বদলী করিয়া পদোন্নতি দিয়া ক্যাম (ঝাঁপ) তৈরীর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। প্রথম পক্ষ একজন সুদক্ষ শ্রমিক। তাহাকে প্রায় ১,০০০ শ্রমিকের মধ্যে সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী শ্রমিক হিসাবে গণ্য করিয়া মজুরী ও উহার সহিত আরও ৬.৯৮ টাকা যোগ করিয়া সাপ্তাহিক মজুরী ও অন্যান্য ভাতাদি দিতেন। স্বাধীনতার পূর্বে ক্যামম্যান পদে কোন বাংগালী শ্রমিক ছিল না। প্রথম পক্ষ খুবই দক্ষ শ্রমিক বিধায় তাহাকে ক্যাম (ঝাঁপ) তৈরীর কাজ দেওয়া হয়। পিছরেট শ্রমিকদের চাইতে তাহাদিগকে অধিক হারে বেতন

দেওয়া হইত। ১৯৭৩ সনে মজুরী কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সময় প্রথম পক্ষের বেতন পিছরেট শ্রমিকের সমান অর্থাৎ ৪র্থ গ্রেড ধরা হয়। ফলে প্রথম পক্ষ মজুরী কমিশনের নির্দেশ বাস্তবায়নের আগে যে হারে মজুরী পাইয়া আসিতেছিলেন উহার চেয়ে মজুরী অনেকাংশে কমিয়া যায় এবং সেই কারণে প্রথম পক্ষকে মাসিক মাহিনা, বাৎসরিক বোনাসসহ অন্যান্য ভাতা কম দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ বর্তমানে পিছরেট শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে অন্যায়ভাবে টাইম রেট হিসাবে মজুরী দেওয়া হইতেছে। ৪র্থ গ্রেডে পিছরেটের একজন তাঁতীর বেতন ২০৮ ঘন্টায় ৬৪০·০০ টাকা নির্ধারণ করা হইয়াছে অথচ পিছরেট শ্রমিকদের উৎপাদন হারে বেতন নির্ধারিত হয় বিধায় তাহারা ৯০০·০০ টাকা হইতে ১০০০·০০ টাকা পর্যন্ত পাইয়া থাকেন। কিন্তু প্রথম পক্ষ ক্যাম্বম্যান পিছরেট শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও টাইম রেট হিসাবে প্রতি ২০৮ ঘন্টায় ৬৪০·০০ টাকা বেতন পাইতেছেন। এই অন্যায় কাজের দ্বারা সরকার ঘোষিত মজুরী সংরক্ষণ নীতি লংঘন করা হইতেছে। ১৯৭৩ সন হইতে প্রথম পক্ষকে সাপ্তাহিক মাহিনা, ছুটির মাহিনা, বোনাস ও অন্যান্য ভাতা কম দেওয়াতে প্রথম পক্ষ প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের নিকট বহুবার লিখিতভাবে দরখাস্ত করা সত্ত্বেও তাহারা নিরবতা অবলম্বন করেন। অতপর ইং ৯-১০-৮৬ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষকে একটি লিগ্যাল নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ হইতে অদ্যাবধি কোন জবাব বা প্রতিকার না পাওয়ায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট বিভিন্ন খাতে মোট ৫৮,৯০৯·০০ টাকা পাইতে অধিকারী। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের প্রাপ্য বিভিন্ন আর্থিক সুবিধাদি ও অত্র মামলার খরচাদিসহ দ্বিতীয় পক্ষ যাহাতে পরিশোধ করেন তৎমর্মে নির্দেশ প্রদানের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলপূর্বক ১নং ২য় পক্ষ মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহার প্রধান বক্তব্য এই যে, বর্তমান আকারে ও প্রকারে মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার আইনসংগত কোন কারণ নাই। মোকদ্দমাটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৫ ধারা এবং তামাদি আইনে বারিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষের ৫৮,৯০৯·০০ (আটান্ন হাজার নয় শত নয়) টাকা পাওনার কথা সত্য নহে। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রথম পক্ষের কোন দাবী-দাওয়া নাই। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ইং ৩০-১০-৬৫ তারিখ কাজে যোগদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর টাইম রেইটে ক্যাম্বম্যান পদটি খালি হইলে প্রথম পক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী তাহাকে উক্ত পদে বদলী করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তাহাকে মজুরী প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মজুরী তফসিল অনুযায়ী বেতন অন্যান্য সুবিধা পাইছেন। প্রথম পক্ষ অহেতুক দ্বিতীয় পক্ষকে হয়রানী করিবার জন্য এই মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের দাখিলকৃত মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য্য বিষয়:-

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ পিছরেটেড শ্রমিক হিসাবে বেতন ভাতাদি পাইতে পারেন কি? এবং তিনি ১৯৭৩ সাল হইতে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বেতন, বোনাস এবং অন্যান্য ভাতা বাবদ মোট ৫৮,৯০৯·০০ টাকা পাইতে হকদার কি?

(৩) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:-

বিচার্য্য বিষয়-১: স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক বিধায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানমতে এই মোকদ্দমা চলিতে আইনতঃ কোন বাধা নাই। তাই এই বিচার্য্য বিষয়টি প্রথম পক্ষের অনুকূলে সাব্যস্ত হইল।

বিচার্য্য বিষয়-২-৩: আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য দুটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ইং ১৯৬৫ সন হইতে তাঁত বিভাগে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে পিছরেটে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাও স্বীকৃত যে বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পরে ১৯৭২ সন হইতে প্রথম পক্ষ কম্বম্যান হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। প্রথম পক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী স্বাধীনতার পূর্বে পিছরেটের শ্রমিকদের চাইতে কম্বম্যানদের অধিক বেতন দেওয়া হইত। কিন্তু ১৯৭৩ সনের মজুরী কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী প্রথম পক্ষের বেতন পিছরেটেড শ্রমিকদের সমান অর্থাৎ ৪র্থ গ্রেড নির্ধারণ করা হয়। তাই প্রথম পক্ষ পূর্বে যে মজুরী পাইয়া আসিতেছিল উহার চেয়ে তাহার মজুরী কমিয়া যায়। প্রথম পক্ষ বর্তমানে পিছরেটেড শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে অন্যায়ভাবে টাইমরেট হিসাবে মজুরী পরিশোধ করা হইতেছে। তাই তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট উহার প্রতিকার চাহিয়া বার বার দরখাস্ত করা সত্ত্বেও এবং ইং ৯-১০-৮৬ তারিখ লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রতিকার করেন নাই। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা হইল প্রথম পক্ষকে কম্বম্যান হিসাবে আইনানুযায়ী টাইম রেটে মজুরী প্রদান করা হইতেছে। প্রথম পক্ষ তাহার জবানবন্দিতে স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯৭২ সনে তাহাকে মৌখিকভাবে কম্বম্যান হিসাবে পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং ১৯৭৩ সনের মজুরী কমিশনের বিধান-মতে তাহাকে পিছরেটের বদলে টাইম রেটে মজুরী প্রদান করা হয়। উহাতে তাহার মজুরী কমিয়া যায় এবং তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কম্বম্যানদের টাইম রেটে বেতন নির্ধারণ হওয়ার বিষয় তিনি জানেন এবং ১৯৭৩ সনের পরে তিনি পিছরেটে কোন বেতন পান নাই। আর তিনি যে কর্তৃপক্ষের নিকট পিছরেটে বেতন পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন উহার অনুলিপি আদালতে দাখিল করা হয় নাই। যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ স্বাধীনতার পূর্বে পিছরেটে যে মজুরী পাইতেন

স্বাধীনতার পরে কম্বম্যান হিসাবে পদোন্নতির ফলে টাইম রেটে তাহার মজুরী কমিয়া গিয়াছে বিধায় তিনি পিছরেটে মজুরী পাইতে অধিকারী। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত বিষয়ে দরখাস্ত করা হইলেও কর্তৃপক্ষ নিরব ভূমিকা পালন করিয়াছেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞআইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, স্বাধীনতার পর কম্বম্যান-দের পিছরেটে মজুরী প্রদান করার কোন বিধান নাই।

প্রদর্শনী-(২) সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট যে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন উহা যে দ্বিতীয় পক্ষ পাইয়াছেন ইহার কোন প্রমাণ নাই। এমনকি একটা দরখাস্তে কোন তারিখ পর্যন্ত নাই। যাহা হউক স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৫ সন হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে পিছরেটে মজুরী পাইয়া আসিতেছিলেন। ইহাও স্বীকৃত যে ১৯৭২ সনে প্রথম পক্ষকে কম্বম্যান পদে পদোন্নতি প্রদান করিয়া টাইম রেটে মজুরী প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ তাহার জবান বন্দিতে স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯৭৩ সনের মজুরী কমিশনের বিধানমতে তাহাকে পিছরেটের বদলে টাইমরেটে মজুরী প্রদান করা হইয়াছে। তিনি জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন যে, গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কম্বম্যানদের টাইম রেটে বেতন নির্ধারিত হওয়ার বিষয় তিনি জানেন। তাছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী ইং ৩-১০-৮৫ সালের বাংলাদেশ গেজেটের যে ফটোকপি দাখিল করিয়াছেন, উহা হইতে দেখা যায় যে, কম্বম্যানদের টাইমরেটে বেতন নির্ধারণ করা হইয়াছে। কম্বম্যান হিসাবে প্রথম পক্ষ কোন বিধান অনুযায়ী পিছরেটে মজুরী পাইতে পারেন এমন কোন বক্তব্য প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী রাখিতে পারেন নাই। যেখানে গেজেট নোটিফিকেশনের দ্বারা টাইম রেটে নির্দিষ্ট বেতন নির্ধারণ করা হইয়াছে সেখানে পিছরেটে মজুরী প্রদানের কোন সুযোগ নাই। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তাই উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বিধায় এই বিচার্য্য বিষয় দুইটি প্রথম পক্ষের প্রতিকূলে সাব্যস্ত হইল এবং প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি ১নং ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে দুতরফা সূত্রে এবং ২নং ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে একতরফা ভাবে বিনা খরচায় না মঞ্জুর হইল।

স্বাক্ষর:
(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ: ১২/৪/৪৯

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ২৮/১৯৯৩

মো: শাহজাহান,
গুদাম চৌকিদার,
রূপালী ব্যাংক লি:
এস, কে, রোড, শাখা,
নারায়ণগঞ্জ।

—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রূপালী
ব্যাংক লি: এস, কে, রোড শাখা,
নারায়ণগঞ্জ।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী
ব্যাংক, লি: প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত: আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।

জনাব তাহের আহম্মদ, সদস্য।

জনাব গোলাম মহিউদ্দিন, সদস্য।

রায়ের তারিখ: ৩০-৪-৯৪ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ৩-১১-৭৯ তারিখ হইতে তৎকালীন ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় পক্ষগণের অধীনে গুদাম চৌকিদার হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক এবং তাহার চাকুরী ১৯৬৫ সনের বাংলাদেশ শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মোতাবেক পরিচালিত। অত্র আইনের (৪) ধারামতে প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষগণ উক্ত আইনের বিধান লংঘন করিয়া প্রথম পক্ষগণ উক্ত আইনের বিধান লংঘন করিয়া প্রথম পক্ষকে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য না করিয়া সকল সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষগণের গুদাম চৌকিদার হিসাবে তাহাদের নির্দেশ মোতাবেক যখন যে গুদামে কাজের প্রয়োজন হয় তখন সেখানেই কাজ করিয়া থাকেন এবং গুদামে কাজ না থাকিলে ব্যাংকে ১ নং দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশে জেনারেল

ব্যাংকিং এ কাজ করেন। প্রথম পক্ষকে তাহার কাজের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট জবাব দিহি করিতে হয় এবং কোন ভুল ত্রুটি হইলে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে প্রথম পক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হইত। ১ নং দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় কেজুয়েল ছুটি, মেডিকেল ছুটি বাৎসরিক ছুটি বোনাস ইত্যাদি প্রদান করেন এবং প্রথম পক্ষের বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি সরাসরি ব্যাংক প্রথম পক্ষের নামের হিসাবে জমা করেন অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকদের মত। কিন্তু তাহাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ ও বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট রীতিমত প্রদান করা হয় নাই এবং পদোন্নতির জন্য প্রথম পক্ষকে বিবেচনা করেন নাই। প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একধারে বিভিন্ন গুদামে কাজ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইতেছে না। বার বার অনুরোধ করা সত্বেও উক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষগণ বিবেচনা করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষকে ইং ৩-১১-৭৯ তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণের প্রতি নির্দেশ দানের জন্য এই মোকদ্দমা।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলপূর্বক দ্বিতীয় পক্ষগণ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

তাহাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং পক্ষ দোষে দুষিত। প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার আইন সংগত কোন অধিকার নাই এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে দুষিত। প্রথম পক্ষের ইং ৩০-৭-৭৯ তারিখের দাখাস্তের বুনিয়াদে ঋণ গ্রহীতার গুদামে পাহারা দিবার জন্য তাহার খরচে গুদাম চৌকিদার হিসাবে নিয়োগদান করা হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রথম পক্ষ ঋণ গ্রহীতার একজন কর্মচারী এবং তাহাকে ঋণগ্রহীতার হিসাব হইতেই বেতন ভাতাদি প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কোন কর্মচারী নহে। পক্ষদ্বয়ের একটি গুদামে নির্দিষ্ট সময়ের কাজ শেষ করিয়া গেলে প্রথম পক্ষের অনুরোধে তাহাকে ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার অন্য গুদামে পাহারায় নিযুক্ত করা হয় এবং তাহার হিসাব হইতেই তাহার বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়। তাই কোনভাবেই প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কর্মচারী নহে। প্রথম পক্ষকে ঋণ গ্রহীতার সম্মতিতেই তাহার হিসাব হইতে নৈমত্তিক ছুটি, মেডিকেল ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি দেওয়া হইত। প্রথম পক্ষ ঋণ গ্রহীতার হিসাবে একজন কর্মচারী ছিল বিধায় তাহাকে কোন বাৎসরিক বর্ধিত বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা ইত্যাদি দেওয়া হইত না। আর ঋণ গ্রহীতার একজন কর্মচারী হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষগণ কর্তৃক তাহার পদোন্নতির জন্য কোন প্রশ্ন উঠে না। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কোন কর্মচারী নয় বিধায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কোন কর্মচারী নয় বিধায় উপরিলিখিত অবস্থা বিবেচনাপূর্বক এই মোকদ্দমাটি ডিসমিস হইবে।

বিচার্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হইতে পারেন কি?

(৩) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় : ১, ২, ও ৩

আলোচনার সুবিধার্থে এই বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে লওয়া হইল। উভয় পক্ষ তাহাদের মোকদ্দমার সমর্থনে মাত্র একজন করিয়া স্বাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের ১নং স্বাক্ষী হিসাবে প্রথম পক্ষ মোঃ শাহজাহান নিজে জবানবন্দী করেন। তিনি তাহার জবান বন্দীতে তাহার আরজিতে উল্লেখিত বিষয়ের বর্ননা করেন এবং তাহার পক্ষে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত কাগজ পত্রগুলি প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে "তাহাকে গুদাম চৌকিদার হিসাবে নির্ধারিত বেতনে ৩ মাসের জন্য নিয়োগ করা হয় এবং নিয়োগ করার পরে তাহাকে ডান্টি ফ্রুট ফাইবার্স এবং উহার পরে আল-আমিনে পাঠান হয়। উহার পরে তিনি মুন মুনে কাজ করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, প্রদর্শনী -(২) সিরিজে কোথাও বদলী শব্দ লেখা নাই তিনি আরও স্বীকার করেন যে, স্থায়ী শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য তিনি কোন দরখাস্ত করেন নাই এবং তিনি খাতকের *borrower* গুদামে কাজ করিয়াছেন।'

অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী বিমল চন্দ্র সাহা, অফিসার, রুপালী ব্যাংক এস, কে, রোড শাখা, নারায়ণগঞ্জ-তাহার জবানবন্দীতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কিছু কাগজপত্র প্রমান করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, "প্রথম পক্ষ ইং ৩-১১-৭৯ তারিখ হইতে একধারে চাকুরী করিতেছেন এবং উক্ত তারিখের পরে তাহাকে আর কোন নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ডান্ডি ফাইবার্সের পরে তাহাকে চাকুরী হইতে বাদ দেন নাই এবং মাঝে মাঝে কাজ না থাকার সময় প্রথম পক্ষ ব্যাংকের কাউন্টারে কাজ করিতেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তাহাকে অন্য গুদামেও কাজে লাগাইয়াছেন এবং প্রদর্শনী (৩) সিরেজের ৩(খ), ৩(গ), ৩(ঘ) তে প্রথম পক্ষকে অস্থায়ী লেখা হয় নাই। স্বাক্ষী আরো স্বীকার করেন যে, খাতকের অনুরোধে তাহারা প্রথম পক্ষকে বেতন দেন এবং তাহার কাজের তদারকির দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষের উপর। প্রথম পক্ষকে বোনাস দেওয়া হয় বলিয়াও স্বাক্ষী স্বীকার করেন।"

প্রথম পক্ষের ইং ৩-১১-৭৯ তারিখের নিয়োগ পত্র হইতে দেখা যায় যে, তাহাকে প্রতি মাসে ২২৫ টাকা বেতন ও ১১৩ টাকা বাড়ী ভাড়ায় ৩ মাসের জন্য ম্যানেজার কর্তৃক নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয় এবং ঐ দিনই তাহাকে কাজে যোগদান করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত নিয়োগপত্রে কোথাও উল্লেখ নাই যে, তাহাকে ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতে বেতন ভাতাদি প্রদান করা হইবে। সেখানে ঋণ গ্রহীতার সম্বন্ধে কোন কিছুই উল্লেখ নাই। দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষ ইং ৩-১১-৭৯ তারিখ হইতে একাধারে চাকুরী করিতেছেন এবং তাহাকে আর কোন নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় নাই। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষ মাঝে মাঝে কাজ না থাকার সময় ব্যাংকের কাউন্টারে কাজ করিতেন। আর প্রথম পক্ষকে বোনাস দেওয়া হয় মর্মেও দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী জেরায় স্বীকার করিয়াছেন। মাত্র ৩ (তিন) মাসের জন্য নিয়োগকৃত অস্থায়ী কর্মচারীকে বোনাস প্রদানের যুক্তি সংগত কোন কারণ দেখি না। তাছাড়া প্রথম পক্ষকে ইং ৩-১১-৭৯ তারিখে নিয়োগ দানের পরে তাহার চাকুরীর ব্রেক হইয়াছে এমন কোন কেস দ্বিতীয় পক্ষের নাই। তাই প্রথম পক্ষ ইং ৩-১১-৭৯ তারিখ হইতে একাধারে গুদাম চৌকিদার হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন বিধায় ৪৬ ডি, এল, আর (১৯৯৪) এর ১৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমায় মহামান্য হাইকোর্ট

ডিভিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক। আর স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ ইং ৩-১১-৭৯ তারিখ হইতে একাধারে গুদাম চৌকিদার হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কাজ করিয়া আসিতেছে বিধায় তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের কাজে আর প্রয়োজন না হইলে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারেন। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবিও যুক্তিতর্ককালীন সময় উক্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আর দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি যুক্তিতর্ককালীন সময় উক্ত বিষয় স্বীকার না করিলেও তাহার বক্তব্যের সমর্থনে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে লিখিত মতামত প্রদান করেন যে প্রথম পক্ষ আইনানুযায়ী স্থায়ী শ্রমিকের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাইতে অধিকারী।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে একজন স্থায়ী শ্রমিকের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

আবদুর রব মিয়া
জেলা ও দায়রা জজ,
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
৪নং রাজউক এভিনিউ, শ্রম ভবন,
(৭ম তলা) ঢাকা।

আই, আরও, মামলা নং-৯৬/১৯৯১ ইং

এ, এইচ, এম তাজ উদ্দিন,
ফটো-টাইপ-সিটার অপারেটর,
কাদেরিয়া পাবলিকেশনস এণ্ড প্রোডাক্টস লিঃ এণ্ড
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর কে মিশন রোড,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

——————————প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মেসার্স কাদেরিয়া পাবলিকেশনস এণ্ড প্রোডাক্টস লিঃ এণ্ড
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর, কে, মিশন রোড,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

(২) দি এডিটর,
দি দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর, কে মিশন রোড,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

——————————দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত:-জনাব আসিন উল্লাহ, জেলা ও দায়রা জজ, চেয়ারম্যান।

জনাব তাহের আহাম্মদ, সদস্য।

জনাব গোলাম মহিউদ্দিন, সদস্য।

রায়ের তারিখ :—

রায়

অত্র মামলা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক দায়ের করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে বাদীর বক্তব্য এই যে, বাদী দ্বিতীয় পক্ষগণের অধীনে ১-২-৮৭ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করে। তাহার চাকুরীর সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ৩,৮০০·০০ টাকা। তাহার অতীত রেকর্ডও ভাল। দ্বিতীয় পক্ষ বাদীকে ৫-৯-৯১ ইং তারিখ হইতে আইন বহির্ভূতভাবে কাজে যোগদানে বাধা প্রদান করিতেছে। দ্বিতীয় পক্ষ ৪র্থ ওয়েজ বোর্ড এবং রোয়েদাদ কার্যকরী করা হয় নাই যদিও তাহারা এগ্রিমেণ্টে দস্তখত করিয়াছিল। ৪র্থ ওয়েজ বোর্ড এ ওয়ার্ড কার্যকরী না করাতে শ্রমিকের সাথে ৫-৯-৯১ ইং তারিখে কিছু অসুভ ঘটনা ঘটে। এই প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ কয়েক দিন পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ রাখে এবং ২৬-৯-৯১ ইং তারিখে পুনরায় প্রকাশনা শুরু করে। বাদী পক্ষ বহুবার কাজে যোগদান করিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে ডিসমিস, ডিসচার্জ, টারমিনেশান কিছুই করেন নাই। তাহারা জোর করিয়া তাহাকে বাহিরে রাখিয়াছে এবং আগষ্ট, ১৯৯১ মাসের বেতনও বিবাদী দিতেছে না। তাই কাজে যোগদানের এবং বকেয়া বেতন এর জন্য অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষ অত্র মামলায় লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বাদীর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে। সংক্ষেপে তাহাদের বক্তব্য এই যে, অত্র মামলা অত্র আইনে চলে না। বাদী পক্ষ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (১)(খ) ধারা মোতাবেক অত্র মামলা দায়ের করে নাই। অত্র মামলা তামাদি আইনে বারিত। বাদী ১ নম্বর বিবাদীর অধীনে ফটো-কম্পোজ সেকশনে কর্মরত ছিল। ১ নম্বর বিবাদী পক্ষের ফটোকম্পোজ সেকশনসহ অন্যান্য সেকশন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১ নম্বর বিবাদী পক্ষের সহিত ২ নম্বর বিবাদী পক্ষের সাথে কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদেরকে অযথা পক্ষ করা হইয়াছে। ১ নম্বর বিবাদী পক্ষ তাহাদের সকল কর্মচারীকে ৫-৯-৯১ ইং তারিখ হইতে ছাঁটাই করিয়া দিয়াছে। এই সম্পর্কে নোটিশ বোর্ড ও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ছাটাইয়ের খবর প্রকাশিত হইয়াছে। বাদী এই ছাঁটাই সম্পর্কে অবহিত ছিল। ১ নম্বর বিবাদী পক্ষ কখনো তাহার কাজকর্ম শুরু করে নাই। অন্যান্য শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে। ১ নম্বর বিবাদী পক্ষ অফিস আর চালু করে নাই। সুতরাং বাদীর কাজে যোগদানের প্রশ্নই উঠে না। বাদী তাহার ছাঁটাইয়ের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু সে ইহা ইচ্ছাকৃত-ভাবে গ্রহণ না করিয়া অযথা অত্র মামলা দায়ের করিয়াছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিচার্য্য বিষয় ধার্য করা হইল :—

(১) বর্তমান আকারে ও প্রকারে অত্র মামলা চলিতে পারে কি না?

(২) বাদীকে অন্যায়ভাবে কাজে যোগদান করা হইতে বিরত রাখা হইয়াছে কি না? এবং

(৩) বাদী অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারে কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:—

সকল বিষয়গুলি পরস্পর সম্পৃক্ত বিধায় আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য্য বিষয় আলোচনার জন্য একসাথে গৃহীত হইল।

(১) বাদী অত্র মামলা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক দায়ের করিয়াছে। অত্র ধারায় একমাত্র যাহারা চাকুরীতে কর্মরত আছেন সে সকল শ্রমিকরাই মামলা দায়ের করিতে পারে। বাদী মামলা ২৭-১০-৯১ ইং তারিখে দায়ের করিয়াছে।

দেখা যায় যে ২৮-১২-৯১ ইং তারিখে বিবাদী পক্ষ জবাব দাখিল করিয়াছে। জবাবে তাহারা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছে বাদীকেসহ অন্যান্য সকল কর্মচারীদেরকে তাহারা ছাঁটাই করিয়া দিয়াছে। ইহা স্বীকার্য যে, বাদী মেসার্স কাদেরিয়া পাবলিকেশনস লিঃ এর কর্মচারী প্রদর্শনী-(১)। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি এই বলিয়া দাবী করেন যে আই, সংগত ভাবে তাহাকে ছাঁটাই করা হয় নাই। ছাঁটাইয়ের সমর্থনে বিবাদী পক্ষ ৭-৯-৯১ ইং তারিখে দৈনিক বাংলা, ৭-৯-৯১ ইং তারিখের 'দি ডেইলী ষ্টার, ৭-৯-৯১ ইং তারিখের 'দৈনিক রূপালী, ৭-৯-৯১ ইং তারিখের 'দৈনিক ইত্তেফাক' সহ বিভিন্ন পত্রিকায় কাদেরিয়া পাব-লিকেশনস এন্ড প্রোডাক্ট লিঃ এর শ্রমিক ছাঁটাইয়ের নোটিশ যাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা

আদালতে দাখিল করিয়াছে, প্রদর্শনী-(গ) সিরিজ এবং যাহা ৯-১০-৯৩ ইং তারিখে 'দৈনিক ইনকিলাবে' প্রকাশিত হইয়াছে, প্রদর্শনী-(ঘ)। ইহা বাদীর নজরে না আসিবার কথা নহে। অন্য পক্ষে কাদেরিয়া পাবলিকেশনস লিঃ আইনের বিধান মতে ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়া দিয়াছে। এই প্রসংগে ছাঁটাইয়ের চিঠির সত্যায়িত সকল আদালতে দাখিল করে, প্রদর্শনী-(খ)। উক্ত সত্যায়িত তালিকার প্রথম পাতায় ১৭ নম্বর ক্রমিকে বাদীর নাম উল্লেখ আছে। এই তালিকা সত্যায়িত করিয়াছেন, এ, কে, এম শামসুজ্জামান, পরিদর্শক, স্থায়ী আদেশ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান। বাদীর ২ নং সাক্ষী নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে, সে ছাঁটাইয়ের বেনিফিট নিয়েছে, প্রদর্শনী-(ক) এবং আরো বলেছে পত্রিকায় ছাঁটাইয়ের নোটিশ সে দেখেছে। ফটোকম্পোজ বিভাগের কর্মচারী হাজিরা বহি প্রদর্শনী-(ঙ) হইতে দেখা যায় যে, ৫-৯-৯১ ইং তারিখের পর হইতে কোন শ্রমিকের হাজিরা বহিতে দস্তখত নাই।

অন্য পক্ষে প্রদর্শনী-(ক) এবং প্রদর্শনী-(খ) হইতে দেখা যায় যে, ২/১ একজন শ্রমিক তথা আবদুল হাকিম খান তিনি তাহার কমেপনসেশন বা যাবতীয় পাওনা গ্রহণ করিয়াছেন। এমতাবস্থায়, ইহা বলা যাইবে না যে, বাদী ছাঁটাইয়ের ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত ছিল না বা ছাঁটাইয়ের নোটিশ প্রদান করা হয় নাই।

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বাদী একজন ছাঁটাইকৃত শ্রমিক কর্মচারী। সুতরাং অত্র মামলা অত্র ধারায় অচল বিধায় বাদী অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইবে না।

সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল যে,

অত্র মামলা দু'তরফা সূত্রে শুনানী হইয়া বিনা খরচে না মঞ্জুর করা হইল।

আমার নির্দেশ মোতাবেক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, সাঁটলিপিকার, টাইপ করিয়াছেন এবং আমি উহা সংশোধন করিয়াছি।

(আমিন উল্লাহ)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ :-৯-২-৯৪ ইং

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।